যুদ্ধবিরতির মধ্যে লেবাননে বিমান হামলা ইসরায়েলের

সারে-জমিন

পানীয় জলের সংকট, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি: ২০২৫ সাল কেমন যাবে?

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় শ্রেণির মাদ্রাসা ছাত্র তৈরি করল বিমান!

সাধারণ

আইপিএল শুরু ২১ মার্চ, উদ্বোধন ও ফাইনাল ইডেনে

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৪ জানুয়ারি, ২০২৫
২৯ পৌষ ১৪৩১
১২ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 14 ■ Daily APONZONE ■ 14 January 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হজ নিয়ে সৌদির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত, কিন্তু বাড়ল না হজের কোটা

আপনজন ডেস্ক: সোমবার সৌদি আরবের সঙ্গে হজ চুক্তি স্বাক্ষর করে ১ লাখ ৭৫ হাজার ২৫ জন হজযাত্রীর কোটা চূড়ান্ত করেছে ভারত। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং জেদ্দায় সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়াহ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তবে, ভারতের তরফে আরও দশ হাজার কোটা বাড়ানোর অর্জি জানানো হলেও পূর্ব নির্ধারিত কোটাই বহাল রাখল সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ।

এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রসঙ্গে কিরেন রিজিজু সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ লেখেন, সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়ার সঙ্গে হজ চুক্তি ২০২৫ সই হয়েছে। ২০২৫ সালের হজের জন্য ভারত থেকে ১,৭৫,০২৫ জন তীর্থযাত্রীর কোটা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত হজযাত্রীদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরিষেবা সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রিজিজু বরেন, সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রী ডঃ তৌফিক বিন ফাওজান আল রাবিয়ার সাথে বৈঠকে আমরা ২০২৫ সালের হজ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রার

অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার পদক্ষেপগুলি অনুসন্ধান করেছি। এতে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কও জোরদার হবে।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তিনি এই চুক্তিকে স্বাগত জানাচ্ছেন, যা ভারত থেকে হজযাত্রীদের জন্য একটি “দুর্দান্ত খবর”। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ভক্তদের জন্য তীর্থযাত্রার উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গত মাসে রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে রিজিজু বলেছিলেন, ভারতের জন্য বরাদ্দকৃত মোট হজযাত্রী কোটার ৭০ শতাংশ ভারতের হজ কমিটি পরিচালনা করবে ও বাকি ৩০ শতাংশ বেসরকারি হজ পরিবহণ সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হবে। যা ৫ আগস্ট, ২০২৪ এ জারি করা হজ নীতি -২০২৫ এর মাধ্যমেও জানানো হয়েছে। যদিও ২০২৪ সালে হজ কমিটি ৮০ শতাংশ এবং বেসরকারি হজ পরিবহণ সংস্থা ২০ শতাংশ কোটা পেয়েছিল।

স্যালাইন কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ নবান্নের, কড়া পদক্ষেপের বার্তা

আপনজন ডেস্ক: মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে নিম্নমানের স্যালাইনে প্রসূতি মৃত্যু এবং অন্যান্য প্রসূতিদের অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল নবান্ন। অভিযোগ প্রমাণ হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্য সচিব।

ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ভবনের তদন্তকারী কমিটি প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থকে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে শুক্রবার এক প্রসূতির মৃত্যু হওয়ার পর তাকে দেওয়া আর এল স্যালাইনের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপরই স্বাস্থ্য দপ্তর করা নির্দেশিকা জারি করে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে কার গাফিলতিতে ওই প্রসূতির মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখতে ১৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্য দফতর। ওই তদন্ত কমিটি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে গিয়ে বেশ কিছু ওষুধ এবং স্যালাইনের নমুনা সংগ্রহ করে। কথা বলে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এর পাশাপাশি এসএসএম হাসপাতালে মেদিনীপুর মেডিকেলের অধ্যক্ষ মৌসুমী নন্দী এবং স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে ডেকে জিজ্ঞাসা বাদ করে তদন্ত কমিটি। স্বাস্থ্য দফতরের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মুখ্য সচিব

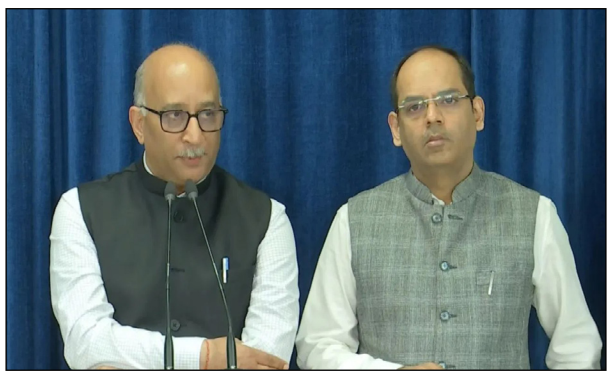

বলেন, আমরা কোনরকম গাফিলতি বরদাস্ত করবো না। প্রাথমিক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তের কথা বলেছি। সেই তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”মুখ্য সচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন রিপোর্টে যারাই দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ছাড় পাবে না কেউ।

এদিকে প্রাথমিক রিপোর্টে কি রয়েছে মুখ্য সচিব জানার নিয়ম হচ্ছে সব সময় একজন সিনিয়র চিকিৎসকের উপস্থিতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা যেকোনো ধরনের কাজ করে থাকেন কিন্তু মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের প্রস্তুতিদের চিকিৎসার সময় সেই নিয়ম মানা হয়নি। এটা কোনভাবেই এসও পি মেনে হয়নি। তবে তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার পরেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে মুখ্য সচিব জানিয়ে দিয়েছেন।

গত সাত জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তরের তরকে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছিল স্যালাইন নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থার সব স্যালাইন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোন সংস্থার নাম উল্লেখ না করলেও আর এল স্যালাইনের দিকেই ইঙ্গিত ছিল। সেই স্যালাইনের বিষক্রিয়া থেকে প্রসূতিদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে তদন্ত কমিটি।

অন্যদিকে, স্যালাইনকাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যু নিয়ে এদিন কুণাল বলেন, কোনও বিভাগের কোনও ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়েছে শুধু গাইনি বিভাগের। আবার সব মহিলা রোগীর ক্ষতি হয়নি। সেখানে যিনি সিনিয়র চিকিৎসক ছিলেন তার ভূমিকা খতিয়ে দেখা দরকার তদন্তকারীদের।

এমএসসি-র প্রশ্ন ভুল মামলায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থীকেও ইন্টারভিউয়ে ডাকার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ৭ তম এসএলএসটি (মেইন) এর নবম দশমের প্রশ্ন ভুল মামলায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থীকেও ইন্টারভিউয়ে ডাকার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। প্রশ্ন ভুলে আপার প্রাইমারিতে নাম্বার দিতে বাধ্য হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। এবার নবম দশমেও সেই প্রশ্ন ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে কমিশনকে। ইংরেজি বিষয়ে প্রশ্ন ভুল মামলায় দু'টি পৃথক মামলায় মামলাকারীদের ইন্টারভিউতে ডাকার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের ১৮ নম্বর কোর্টে ২৩-২৪ সিরিয়ালে দু'টি মামলা ছিল।

একটি মামলায় (রিট পিটিশন নং ৪১৪/২০২৫) পরীক্ষার্থী বিনয় দত্তের পক্ষে তার আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, ‘প্রশ্ন পুস্তিকা সিরিজ: সি’ এর অধীনে ৪, ২৮ ও ৬৫ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম ‘অ্যানসার কি’ বিবেচনায় সঠিক উত্তর লেখার জন্য আবেদনকারীকে নম্বর দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী বলেন, ‘প্রশ্ন পুস্তিকা সিরিজ: সি’ এর অধীনে ৪, ২৮ ও ৬৫ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী দ্বারা লিখিত উত্তরগুলির সঠিকতা খুঁজে বের করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর

পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি ফাইনাল ‘অ্যানসার কি’ অনুসারে পরীক্ষার্থীর দেওয়া উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর ভুল বলে দাবি করেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীর আইনজীবী জানান, প্রভিশনাল অ্যানসার কি অনুযায়ী উত্তর সঠিক দিয়েছেন তার মক্কেল।

তাই ওসব প্রশ্নে নম্বর বরাদ্দ করে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার নির্দেশ প্রার্থনা করা হয়। এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, সেকথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে দাবি করা হয় উত্তরগুলির নম্বর দিয়ে যাতে ইন্টারভিউয়ে সুযোগ মেলে।

আর একটি মামলায় (রিট পিটিশন নং: ৪১৩/২০২৫) সামিউন ইসলাম গাজীর আইনজীবী বলেন, অ্যানসার কি অনুযায়ী আবেদনকারী ক সিরিজের ৩০ এবং ৬৭ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে সঠিক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু এই দুটি উত্তরের জন্য আবেদনকারীকে কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি।

পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয় যে উত্তরগুলির বিপরীতে নম্বর দেওয়া হয়েছিল।

কমিশন বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে এই ভুল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও আদালত তা মানতে চাননি। আদালত জানতে চায় যে কাট অফ মার্ক কোথায়? আদালত বিচার বিবেচনা করে রায়ে জানিয়েছে, যদি এই তিনটি কোশ্চেন এর ফুল মার্কস দিয়ে কাট অফে এ চলে আসে তাহলে ইন্টারভিউ এর অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তরফে প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী ফাইনাল প্যানেল না বেরনো পর্যন্ত কমিশন কাট অফ মার্কস প্রকাশ করবে না। এক্ষেত্রে এই দুই মামলাকারীর ইন্টারভিউ নেওয়া ছাড়া কার্যত আর কোনো উপায় থাকছে না কমিশনের হাতে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের নবম দশম এ নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণদের ১৫ ই জানুয়ারি শেষ ইন্টারভিউ। তার আগেই আদালতের নির্দেশে এই মামলাকারীদের ইন্টারভিউ নিতে হবে কমিশনকে।

অন্যদিকে আদালতের তরফে কমিশনকে এক্সপার্ট কমিটি গঠন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থী মামলাকারীদের আইনজীবী গোলাম মহিউদ্দিন বলেন, ‘সামগ্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ হোক তা চাই না। মক্কেলরা সুবিচার পাক এটাই আমাদের লক্ষ্য ।’

তবে এদিন পরীক্ষার কাট অফ মার্ক নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী গোলাম মহিউদ্দিন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

প্রথম নজর

খড়গপুর আইআইটিতে ছাত্রমৃত্যুর তদন্ত দাবি এসআইওর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্র ফাইজান আহমেদের মৃত্যুর পর সাম্প্রতিক সময়ে হারাতে হল সাকির আলি মোল্লা ও শাওন মালিকের মত দুই তরতাজা যুবককে। ঘটনার স্থান সেই খড়গপুর আইআইটি। স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই দুই যুবকের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। প্রশাসনের তরফ থেকে দুই জনের মৃত্যুকেই 'আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দেওয়ার মত ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে সংগঠন তীব্র নিন্দা জানায়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সেখ ইমরান হোসেন বলেন, "খড়গপুর আইআইটি-তে একের পর এক রহস্যজনক মৃত্যু সমাজে ভীতির সঞ্চার করেছে। প্রশাসন ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফাইজান থেকে সাকির ও শাওন সকলের মৃত্যুর দায় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, "সাকিরের পরিবারের দাবি মেনে পরিকল্পিত হত্যার মামলা দায়ের করে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করতে হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে।"

পাপুড়ি হাই মাদ্রাসায় সাইকেল বিলি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প সবুজ সাথী। সবুজ সাথী প্রকল্পে নানুর বিধানসভার অন্তর্গত পাপুড়ি হাই মাদ্রাসাতে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাপতির কাজল শেখ, নানুরের ভিডিও, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও পাপুড়ি হাই মাদ্রাসাতে এক অভিনব প্রচেষ্টা দেখা গেল যে ইস্কুলের সমস্ত ক্লাসরুম সহ সিসি ক্যামেরা মুড়ে ফেলা হয়েছে। এই সিসি ক্যামেরায় বাড়িতে বসে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকরা দেখতে পাবেন পুরো ইস্কুল। অভিভাবকরা খুবই খূশি। বাড়িতে বসে লক্ষ্য করতে পারবেন সিসিটিভি।

পানীয় জলের সংকট, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: দীর্ঘদিন যাবত চলছে পানীয় জলের সংকট।পানীয় জলের জন্য নাজেহাল এলাকার বাসিন্দারা।এবার বালতি,কলসি হাঁড়ি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন এলাকার বাসিন্দারা।সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের নলিয়াখালি এলাকায়। এদিন কয়েক হাজার গ্রামবাসী পানীয় জলের দাবীতে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়। জানা গিয়েছে, বাসন্তী ব্লকের উত্তরমোকাম বেড়িয়া পঞ্চায়েতের নলিয়াখালি,উত্তর ও দক্ষিণ নারায়ণতলা গ্রামে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস রয়েছে।অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় চার বছর যাবত তাঁরা পানীয় জলের কষ্টে ভুগছেন।গ্রীষ্মকালে সেই সংকট আরো প্রকট রুপ ধারণ করে। এমত অবস্থায় এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের পাইপ লাইন থাকলেও তারা জল পাচ্ছেন না। অভিযোগ পানীয় জল পেতে একাধিকবার বিভিন্ন ভাবে দরবার করেও সমস্যার সমাধান হয়নি।পাশাপাশি আরো অভিযোগ প্রতিবাদ করলেই কেস দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় উত্তরমোকাবেড়িয়া পঞ্চায়েত প্রধান তানিয়া মন্ডল জানিয়েছে,"পানীয় জলের জন্য দ্রুত গতিতে পাইপ লাইনের কাজ চলছে। পাইপ লাইনের কাজ শেষ সকলেই পানীয় জল পাবে সেই চেষ্টা চলছে।'

অন্যদিকে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, 'কাউকে যাতে না পানীয় জলের কষ্টে ভুগতে হয় তার জন্য পাইপ লাইনের কাজ চলছে।কাজ শেষ হলেই সকলেই জল পাবেন।কাজ যাতে খুব শীঘ্রই শেষ হয় সেই ব্যবস্থা করবেন'।

হাসপাতালে দেদার ব্যবহার হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা জারি করা স্যালাইনও!

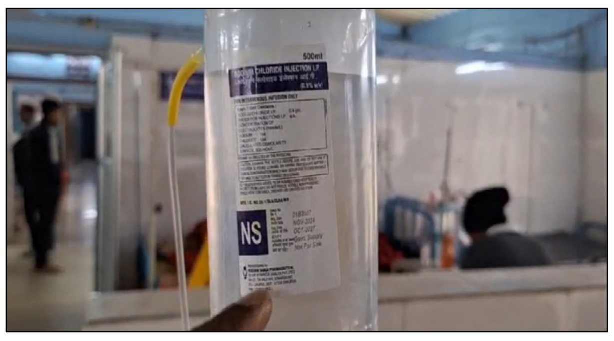

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিষেধাজ্ঞা জারির পর কেটে গেছে ৪৮ ঘন্টা। তারপরেও সরকারি হাসপাতালে দেদার চলছে নিষিদ্ধ সংস্থার প্রস্তুত করা স্যালাইন। রোগী ও রোগীর পরিজনেরা জানেনই না কী ধরনের স্যালাইন যাচ্ছে তাঁদের শরীরে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার প্রস্তুত সমস্ত ধরনের স্যালাইনের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সেই নিষেধাজ্ঞার জেরে জেলা সদর ও মেডিক্যাল কলেজে ওই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার বন্ধও হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতাল এমনকি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও এখনো অব্যাহত রয়েছে ওই স্যালাইনের ব্যবহার। যার অন্যতম উদাহরণ বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আঁচুড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আজ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় মেল ওয়ার্ড ও ফিমেল ওয়ার্ড উভয় ক্ষেত্রেই রোগীদের বেডের পাশে দেদার ঝুলছে নিষিদ্ধ সংস্থার স্যালাইন। সেই স্যালাইনই প্রবেশ করছে রোগীদের শরীরে। ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও রোগীর পরিজনেরা জানেনই না কী ধরনের স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে তাঁদের শরীরে। বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরের দাবী রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে স্পষ্ট ভাবে ওই সংস্থার উৎপাদিত সব ধরনের স্যালাইন বন্ধের ব্যাপারে কোনো নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি। তারপরেও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার পর মৌখিকভাবে ওই নির্দিষ্ট সংস্থার আর এল স্যালাইন ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সোমবার একটি নির্দেশিকা দিয়ে রাজ্যের সব হাসপাতালে সুপার এবং চিপ মেডিকেল অফিসারদের জানিয়ে দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন আর হাসপাতালে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোন হাসপাতালে ওই স্যালাইন মজুদ থাকে তা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। এমন জায়গায় ওই স্যালাইনের বোতল সরিয়ে রাখতে হবে যাতে কেউ তা ব্যবহার করতে না পারে। নিম্নমানের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন থেকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি রা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যের শোরগোল তৈরি হয়েছে। তাই সব হাসপাতালকে অবিলম্বে ওই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দফতর। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ প্রসূতি। তার মধ্যে একজন মারা যান। বাকি তিন জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালে নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল প্রসূতিদের তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা।

এরপরেই ওই সংস্থার স্যালাইন নিষিদ্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য দফতর। অবশেষে সোমবার ওই স্যালাইন ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্যালাইনে অঘটন কাণ্ডে ইতিমধ্যেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ওই স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোলে। ওই স্যালাইনের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় গত ১০ডিসেম্বর স্যালাইনের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। এর আগে কর্ণাটক সরকার গত নভেম্বর মাসে ওই স্যালাইন উৎপাদক সংস্থাটিকে কালো তালিকা ভুক্ত করেছিল। ইতিমধ্যে এই স্যালাইন কাণ্ডে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কারোর গাফি লতি তদন্তে চিহ্নিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হুইলচেয়ার নেই, স্ত্রীর কাঁধে চেপে সিটি স্ক্যানে গেলেন অসুস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: চরম অব্যবস্থার চিত্র রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সম্প্রতি এক পা ভাঙা রোগীকে হুইল চেয়ার না পাওয়ার কারণে স্ত্রীর কাঁধে চড়ে সিটি স্ক্যান করাতে যেতে হয়েছে।রায়গঞ্জের রায়পুরের বাসিন্দা পরিতোষ বর্মণের পা ৪-৫ দিন আগে কাজ করতে গিয়ে ভেঙে যায়। হাসপাতালে এসে তিনি হুইল চেয়ার খুঁজে পাননি। পরিতোষবাবু বলেন, "হাসপাতালে এসে দেখলাম একটাও হুইল চেয়ার নেই। পেলামই না। তারপর বাধ্য হয়ে আমার স্ত্রী কাঁধে তুলে সিটি স্ক্যান করাতে নিয়ে যান আমায়। এত বড় একটা হাসপাতাল, একটা হুইল চেয়ার নেই।"রোগীর স্ত্রী সলিতা বর্মণ জানান, "আমরা পড়াশোনা জানি না। কাকে কী বলব? প্রথমে কর্মীরা বলল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন, চেয়ার আনছি। পরে এসে বলল, চেয়ার জোগাড় করা যাচ্ছে না। তারপর আমি বাধ্য হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেলাম।"এটা শুধু রায়গঞ্জের হাসপাতালেই নয়, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদাসীনতার আরও বড় ছবি সামনে এসেছে। স্যালাইন কাণ্ডের পর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকরা রোগীদের জন্য বাইরে থেকে ওষুধ বা স্যালাইন আনতে বলছেন, কারণ হাসপাতালের স্টকে ওষুধ বা স্যালাইন নেই। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আর সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। হাসপাতালে সুপার অবশ্যই দাবি করেছেন একটু অপেক্ষা করলেই হুইলচেয়ার পাওয়া যেত।

উচ্ছেদ অভিযান রেলের, মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের গৃহহীন স্কুলছাত্রী

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার পান্ডুয়া বিধানসভার খন্যান রেলপাড় এলাকা, স্কুল ছাত্রী জানান জন্ম থেকেই রেল পাড়ে এই জায়গায় বড় হয়েছি, ভেবেছিলাম এখান থেকেই মাধ্যমিক দেবো, কিন্তু এক চিলতে ঘরটাও ভেঙ্গে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ, এখন পাড়াশুনা করার মতো যায়গাও নেই, তাই কিভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবো জানিনা, অন্য দিকে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বহুবার রেলের তরফ থেকে নোটিশ করার পরেই আমরা ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি , এলাকাবাসী জানান নোটিশ দিলেও তাতে কোনো তারিখ লেখা ছিলোনা, তাই আমরাও কোনোরকম ব্যাবস্থা করতে পারিনি, হঠাৎই রেলের বুলডোজার এসে প্রায় ১০০ টি ঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে গেছে

হুগলি জেলার পান্ডুয়া বিধানসভার খন্যান রেলপাড় এলাকায় ঘটে যাওয়া এক হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা উঠে এসেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এক স্কুলছাত্রী এবং তার পরিবার বর্তমানে গৃহহীন অবস্থায় রাস্তায় বসবাস করছেন। রেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তাদের মাটির বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

স্কুলছাত্রীর বক্তব্য:

ছাত্রীটি জানিয়েছেন, জন্ম থেকেই তিনি রেলপাড়ের ওই এলাকায় বসবাস করছেন। তার ইচ্ছা ছিল সেখান থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার। কিন্তু হঠাৎ করেই রেল কর্তৃপক্ষ এসে একমাত্র থাকার ঘরটুকুও ভেঙে দিয়েছে। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে রাস্তায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। পড়াশোনার পরিবেশ হারিয়ে ফেলার ফলে তার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষের দাবি:

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, বহুবার তারা নোটিশ দিয়েছেন এবং এরপরই বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গাগুলি খালি করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য:

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে রেলের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হলেও তাতে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ ছিল না। ফলে তারা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারেননি। হঠাৎ করেই রেলের বুলডোজার এসে প্রায় ১০০টি ঘর তছনছ করে দিয়ে যায়। এতে বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের জীবন-জীবিকা চরম সংকটের মুখে পড়েছে।

সমস্যার পরিণতি:

এই ঘটনার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। তাদের পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে এমন পরিস্থিতি তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। পরিবারগুলিও রেলপাড়ে থাকার স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, মানবিকতার দিক থেকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সরকারের এবং রেলের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে কি এই পরিবারগুলির জন্য কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভব? এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে আরও উদ্যোগ এবং এলাকাবাসীর সহায়তা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

স্বামীজির জন্মজয়ন্তীতে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাটের ফিফার প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো। পাশাপাশি প্রায় একশো জন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্রবন্ধু সহ প্রয়োজনীয় বই পত্র প্রদান করা হয়। রবিবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের উদ্যোগে উপকৃত হয়েছেন বহু শিক্ষার্থী। এ দিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আরশেদ আলী মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী, সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. জহর মন্ডল, কোষাধ্যক্ষ বিধান গাইন প্রমুখ। 'আর্থিক ভাবে এবং শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ও বাগদী সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষার প্রতি উৎসাহী করতে এই উদ্যোগ' বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন স্কুল-ছুটের বিরুদ্ধেও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গোসাইরহাট ইকো পার্কে পক্ষী আস্তানা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জনসাধারণের জন্য খুলে গেলো পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল তথা গোসাইরহাট ইকো পার্ক। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে এদিন এক জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পর্যটক এবং সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হলো এই বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইকো পার্কটিকে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের প্রত্যন্ত বনবস্তি এলাকায় বাম আমলে এই ইকো পার্কটি নির্মিত হলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বন্ধ থাকায় অবহেলায় থাকায় একপ্রকার ভগ্নদশার রূপ নিয়েছিল। পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল গোঁসাইরহাট ইকো পার্কটি নতুন রূপে সেঁজে ওঠায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটকেরা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান রবি রাভা বলেন ,এই পার্ক সংস্কার করে খুলে দেওয়ায় এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে।

মানবতার কম্বল বিতরণ কর্মসূচি

আপনজন ডেস্ক: একই দিনে বাংলার দুটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার অসহায়দের মধ্যে শীতের ভালোবাসার উষ্ণ পরশ হিসেবে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা। রবিবার মানবতা পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের মাড়োতলা গ্রামের ১০০ জনকে কম্বল বিতরণ করল। সাথে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পোশাক তুলে দিলো তাদের হাতে। মানবতা'র উদ্যোগে ও স্থানীয় সংস্থা আশার আলো হ্যান্ডিক্যাপ সোসাইটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় এদিনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা, আশার আলো হ্যান্ডিক্যাপ সোসাইটির পরিচালক অমিত পাল,সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রামানন্দ মুখোপাধ্যায়,মনের উন্মেষ বিদ্যালয়ের কর্ণধার অলোক কুমার দাস, সাংবাদিক পলাশ ডোগরা, সমাজসেবিকা রুমা দাস প্রমুখ। অন্যদিকে, একই দিনে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা ব্লকের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী দুটিগ্রাম বাগিশবাঁধ ও মোলবনীতে ১০০ অসহায়ের হাতে কম্বল ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পোশাক তুলে দিলো সংস্থাটি।

ডোমকল বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন সম্পন্ন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ডোমকল বার এ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা ও ২০২৫ সালে কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ডোমকল এআরডি ঘরে। ডোমকল বার এ্যাসসিয়েন এর মোট সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন মেম্বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির পদের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী করেন রবিউল আলম ও মোহাম্মদ মুসা কলিম, রবিউল আলম পঞ্চান্ন টি ভোট পেয়ে জয়ী হন মুসা কলিম ভোট পেয়েছে ২০টি। সহ-সভাপতি পদের জন্য লড়াই করেন জাহাঙ্গীর আলম ও আব্দুল মতিন আনসারী। জাহাঙ্গীর আলম ৬১ টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়,অপর দিকে আব্দুল মতিন আনসারী ১২ টি ভোট পেয়েছেন। সম্পাদকের পদে তিন জন প্রার্থী ছিলেন, চক্রবর্তী তিনি পেয়েছেন ৪৬ ভোট আয়েশা খাতুন ১৭ ভোট সারফরাজ নওয়াজ ১৪ ভোট চারটি ভোট বাতিল হয়েছে। সহ-সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তেজবুর রহমান জয়ী হন। কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বী করেন শিউলী খাতুন তিনি পেয়েছেন ৫৭ টি ভোট বাসির উদ্দিন মন্ডল তিনি পেয়েছেন ২২ ভোট ।

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে খুঁজে পেলেন পরিবারের লোকেরা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: নিখোঁজ হওয়ার এক বছর পর বিহারের কাটিহার রেল স্টেশন থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে খুঁজে পেলেন পরিবারের লোকেরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের বাসিন্দা সন্দীপ দাস (৩৬) দীর্ঘ এক বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের লোকেরা কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রামের যুবক তথা মেডিকেল স্টুডেন্ট তোহিদ রেজা সেই যুবকের এক ভিডিও ও ছবি নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে আপলোড করেন। সেই ছবি দেখে যুবকের পরিবার তাকে চিনতে পারেন। এরপর তোহিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুবকের পরিবারের লোকেরা কাটিহার রেল স্টেশনে ছুটে আসেন। ৮ নং প্লাটফর্মে তাকে খুঁজে পান। তোহিদ বলেন,আমি দীর্ঘ একবছর ধরে পাগল ও মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের সন্ধান করে তার সেবশুশ্রূষা করি। নিজের হাতে চুল ও দাড়ি কেটে নোংরা জামা কাপড় পাল্টে নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে দি। এছাড়াও খাওয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ করে থাকি। ইতিমধ্যে ১৭ জন পাগলের এই পরিসেবা দিয়েছি। বাংলা ও বিহারের যেখানে খবর পায় সেখানে ছুটে গিয়ে এই কাজ করি। শুক্রবার কাটিহার রেল স্টেশনে সন্দীপের দেখা পাই। তার ভিডিও ও ছবি করে ফেসবুকে আপলোড করি। এরপর পরিবারের লোকেরা খোঁজ পেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার খোঁজ দি। নিখোঁজ যুবকের দাদা গোপালদাস বলেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী এক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে গিয়েছে। তার তিন বছরের এক মেয়ে রয়েছে। স্ত্রীকে একাধিকবার আনার চেষ্টা করলেও সে আসেনি। সেই থেকে মানসিক চাপে ভাই পাগল হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। খোঁজ করেও কোনও সন্ধান পাচ্ছিলাম না। ফেসবুকে ছবি দেখে তার খোঁজ পেলাম। এখন চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করবো।

গঙ্গাসাগরে মৃত্যু তিন জনের

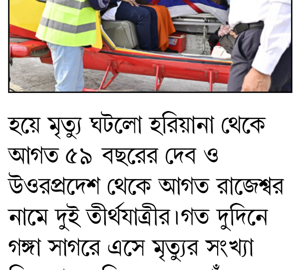

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: শুরু হয়ে গেছে এবছরের গঙ্গা সাগর মেলা। আর এই মেলার মাঝে রবিবার গঙ্গাসাগরে এসে স্নান করতে গিয়ে এক পূণ্যার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলো। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁর শেষরক্ষা হয়নি।গঙ্গাসাগর মেলায় ক্রমশ বাড়ছে ভিড়।মঙ্গলবার সংক্রান্তি আর তাঁর আগে জনসমুদ্রে পরিণত হচ্ছে গঙ্গাসাগর।এবারই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অবদেশ তিওয়ারি(৫৯)।রবিবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। সেখানেই অবদেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।সোমবার গঙ্গাসাগরে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটলো হরিয়ানা থেকে আগত ৫৯ বছরের দেব ও উওরপ্রদেশ থেকে আগত রাজেশ্বর নামে দুই তীর্থযাত্রীর।গত দুদিনে গঙ্গা সাগরে এসে মৃত্যুর সংখ্যা তিন।গত দুদিনে অসুস্থ পাঁচ জন।তাঁরা হলো- ঠাকুর দাস(৭০), বাড়ি উওরপ্রদেশ, মহারানী মন্ডল (৮৫),বাড়ি দক্ষিন ২৪ পরগনা, রাজকুমার পান্ডে(২০),বাড়ি উওরপ্রদেশ, দেবীলাল যাদব (৭৫), বাড়ি বিহার, সন্তোষ পান্ডে (৫০), বাড়ি মধ্যপ্রদেশ। অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের এয়ার লিফটে করে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ৫৫ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

প্রথম নজর

১০ হাজারের বেশি অবৈধ প্রবাসীকে ফেরত পাঠাল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: গত ২ থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে দেশটির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১৯ হাজারের বেশি প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী।
এ ছাড়া সৌদি থেকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০ হাজার ৩১৯ জন প্রবাসীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। খবর গালফ নিউজের।
শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'সৌদি কর্তৃপক্ষ ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত যৌথ মাঠ নিরাপত্তা অভিযানে ১৯ হাজার ৪১৮ জন অবৈধ বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১১ হাজার ৭৮৭ জন আবাসিক আইন লঙ্ঘনকারী, ৪ হাজার ৩৮০ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনকারী এবং ৩ হাজার ২৫১ জন শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী রয়েছেন।
আটককৃতদের মধ্যে ১ হাজার ২২১ জন ব্যক্তি অবৈধভাবে সৌদি আরবে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন, যার মধ্যে ৪২ শতাংশ ইয়েমেনি নাগরিক, ৫৬ শতাংশ ইথিওপিয়ান নাগরিক এবং ২ শতাংশ বিভিন্ন দেশের নাগরিক। এ ছাড়া ১৩৬ জন অনুমতি ছাড়াই রাজ্য ত্যাগ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে।
সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আইন লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন, আশ্রয় এবং নিয়োগের সঙ্গে জড়িত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সৌদি আরবে বর্তমানে ৩০ হাজার ২৬১ জন পুরুষ এবং তিন হাজার ৩১৫ জন নারীসহ মোট ৩৩ হাজার ৫৭৬ জন প্রবাসী বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে রয়েছেন।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ২৩ হাজার ৯৯১ জনকে ফেরত পাঠানোর আগে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের জন্য নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ৩ হাজার ৮৬৯ জনকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া ১০ হাজার ৩১৯ জনকে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে। তারা আরো জানিয়েছে, কেউ যদি কাউকে অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশে সহযোগিতা করে এবং কাউকে পরিবহন সুবিধা ও আশ্রয় দেয়, তাহলে তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এ ছাড়া ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হবে। একই সঙ্গে তার সম্পত্তি এবং যানবাহনও বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

ইয়েমেনে গ্যাস পাম্প বিস্ফোরণে বহু হতাহত

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে বিদ্রোহী-অধিকৃত আল-বাইদা প্রদেশে একটি প্রাকৃতিক গ্যাস রিফিলিং সুবিধায় বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল রবিবার দুই কর্মকর্তা এএফপিকে এই তথ্য জানিয়েছেন। প্রদেশটির যোগাযোগ প্রধান আরেফ আল-ঘামরি জানিয়েছেন, 'আল-জাহের এলাকার একটি রিফিলিং স্টেশনের স্টোরেজ সুবিধায় শনিবার বিস্ফোরণে আল-বাইদার ১২ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন।'
এদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদনে হুতি পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমপক্ষে ১৭ জন বলা হয়েছে।এ ছাড়া আহতদের মধ্যে ৫০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। আবার কিছু সংবাদমাধ্যমের মৃতের সংখ্যা ১৫ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এ সংক্রান্ত কিছু ভিডিও পোস্ট করেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, স্টেশনের আশেপাশে বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন জ্বলছে। তবে এএফপি ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। স্থানীয় একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'গ্যাস রিফিলিং স্টেশনটি গ্রাহকরা উপস্থিত থাকা অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়েছিল।' তিনি আরো যোগ করে বলেছেন, 'বাজারের কাছে স্টেশনটির অবস্থান হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।' ইয়েমেনে এই ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম নয়।

যুদ্ধবিরতির মধ্যে লেবাননে বিমান হামলা ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে গতকাল রোববার বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে এই হামলা চালানো হয়েছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা লেবাননে হিজবুল্লাহর বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এই লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সিরিয়া সীমান্ত বরাবর চোরাচালানের পথও আছে।
লেবাননের ইরানপন্থী রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি গত ২৭ নভেম্বর কার্যকর হয়। ভঙ্গুর এই যুদ্ধবিরতিকে আরও নড়বড়ে করে তুলল ইসরায়েলের গতকালের বিমান হামলা। ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির খবরে বলা হয়, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো লেবাননের পূর্ব বালবেক অঞ্চলের জান্তা শহরের উপকণ্ঠে হামলা চালিয়েছে। দক্ষিণের নাবাতিয়েহর কাছের এলাকাগুলোতেও হামলা হয়েছে।
ইসরায়েলের চালানো এসব হামলায় কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষকদের কাছে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে তারা হামলা চালিয়েছে। হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে আছে রকেট ছোড়ার একটি স্থান, একটি সামরিক ক্ষেত্র ও সিরিয়া-লেবানন সীমান্ত বরাবর চোরাচালানের পথ। হিজবুল্লাহর কাছে অস্ত্র পাচারের জন্য এই পথ ব্যবহার করা হয়। ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে গত নভেম্বরে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২৬ জানুয়ারি। এই সময়সীমার দুই সপ্তাহ আগে লেবাননে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাল ইসরায়েল।
এদিকে চুক্তি হওয়ার পর থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ করছে।
নভেম্বরের চুক্তির শর্তে বলা হয়, হিজবুল্লাহ লেবাননের দক্ষিণে থাকা তাদের অবশিষ্ট সামরিক অবকাঠামো ভেঙে ফেলবে। সংগঠনটি তার বাহিনীকে সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে লিটানি নদীর উত্তরে সরিয়ে নেবে।

নিজ সেনাদের আত্মহত্যার জন্য চাপ দিয়েছে উত্তর কোরিয়া!

আপনজন ডেস্ক: 'জীবিত ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করুন', ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উত্তর কোরিয়ার সেনাদের পিয়ংইয়ং এমন কথাই জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একজন আইনপ্রণেতা আজ সোমবার দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার ব্রিফিংয়ের পর এই কথা জানিয়েছেন বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
জাতীয় গোয়েন্দা পরিষেবার তথ্য উদ্ধৃত করে দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতা লি সিওং-কুয়েন সাংবাদিকদের বলেন, 'মৃত সেনাদের কাছ থেকে পাওয়া স্মৃতিচিহ্ন বা জিনিসগুলো ইঙ্গিত দেয়, জীবিত ধরা পড়ার চেয়ে তাদের আত্মহত্যা করার জন্য তাদের চাপ দিয়েছিল উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ।'
সিউলের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের বরাত দিয়ে আজ সোমবার তিনি আরো জানিয়েছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জন উত্তর কোরিয়ার সেনা নিহত এবং দুই হাজার ৭০০ জন আহত হয়েছে। আইনপ্রণেতা লি সিওং-কুয়েন সাংবাদিকদের বলেন, 'রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার সেনা মোতায়েনের পরিমাণ কুরস্ক অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলে জানা গেছে। অনুমান অনুসারে, প্রায় ৩০০ জন সেনা নিহত এবং দুই হাজার ৭০০ জন আহত হয়েছে।'
এদিকে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি রবিবার জানিয়েছেন, 'কিয়েভ উত্তর কোরিয়ার সেনাদের তাদের নেতা কিম জং উনের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত, যদি তিনি রাশিয়ায় বন্দি ইউক্রেনীয়দের বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।'
জেলেনস্কি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরম এক্সে বলেছেন, 'উত্তর কোরিয়া থেকে প্রথম বন্দি সেনা ছাড়াও নিঃসন্দেহে আরো সেনা থাকবে। আমাদের সেনারা অন্যদের বন্দি করতে সক্ষম হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।'
জেলেনস্কি গত শনিবার বলেছেন, 'ইউক্রেন রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে দুই উত্তর কোরিয়ার সেনাকে বন্দি করেছে। প্রায় তিন বছর ধরে যুদ্ধে প্রবেশের পর থেকে ইউক্রেন প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার সেনাদের জীবিত বন্দি করার ঘোষণা দিয়েছে।'
ইউক্রেনীয় এবং পশ্চিমারা ধারণা করছে, 'রাশিয়ার মিত্র উত্তর কোরিয়ার প্রায় ১১ হাজার সেনা মস্কোর বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য কুরস্ক অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে রাশিয়া তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত বা অস্বীকার করেনি।' জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়ান এবং উত্তর কোরিয়ার বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ইউক্রেন কিম জং উনের সেনাদের তার কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত, যদি তিনি রাশিয়ায় আমাদের বন্দি যোদ্ধাদের বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।'
জেলেনস্কি একটি ছোট ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে উত্তর কোরিয়ার সেনা হিসেবে উপস্থাপন করা দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন বিছানায় শুয়ে আছেন, তার হাত ব্যান্ডেজ করা এবং অন্যজনের চোয়ালে ব্যান্ডেজ করা। একজন দোভাষীর মাধ্যমে তাকে বলতে শোনা যায়, 'তিনি জানেন না যে তিনি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন এবং তাকে বলা হয়েছিল, তিনি একটি প্রশিক্ষণের অনুশীলনে আছেন।' তিনি আরো জানান, আক্রমণের সময় তিনি একটি আশ্রয়কেন্দ্রে লুকিয়ে ছিলেন এবং কয়েক দিন পরে তাকে পাওয়া গেছে। তিনি জানান, যদি তাকে উত্তর কোরিয়ায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে তিনি তা করবেন। সুযোগ পেলে তিনি ইউক্রেনে থাকতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। তবে রয়টার্স ভিডিওটি যাচাই করতে পারেনি।

নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা; নিহত অন্তত ৪০ কৃষক

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের সবাই কৃষক এবং জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসআইএল (আইএসআইএস) সংশ্লিষ্ট যোদ্ধাদের হামলায় প্রাণ হারান তারা। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
সংবাদমাধ্যমটি বলছে, নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোর্নো প্রদেশে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৪০ জন কৃষক নিহত হয়েছেন বলে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রদেশটির গভর্নর বাবাগানা উমারা জুলুম এবং প্রাদেশিক তথ্য কমিশনার উসমান টার সোমবার বলেছেন, বোকো হারাম গোষ্ঠী এবং পশ্চিম আফ্রিকা প্রদেশের আইএসআইএল (আইএসআইএস) সহযোগীদের (আইএসডব্লিউএপি) যোদ্ধারা এই হামলা চালিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
টার বলেন, দলগুলো চাদ হ্রদের তীরে দুস্বার কয়েক ডজন কৃষককে আটক করে এবং গত রোববার গভীর রাতে তাদের গুলি করে হত্যা করে। তিনি বলেন, "প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, প্রায় ৪০ জন কৃষক নিহত হয়েছেন। তবে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালিয়ে যাওয়া অনেককে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুঁজে বের করা হচ্ছে।"

উমরাহ পালনে নতুন স্বাস্থ্য শর্ত আরোপ করল সৌদি সরকার

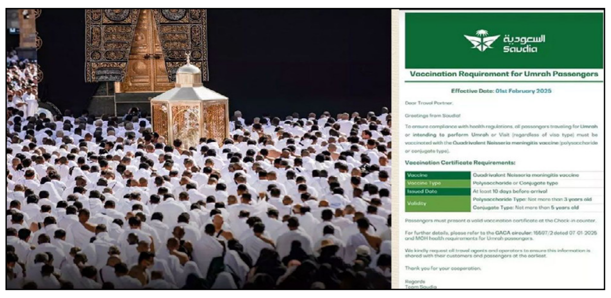

আপনজন ডেস্ক: সংক্রামক ও বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে নতুন স্বাস্থ্য শর্ত আরোপ করেছে সৌদি আরব। এই শর্ত অনুযায়ী, এখন থেকে পবিত্র উমরাহ পালন বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ভ্রমণ করতে হলে মেনিনজাইটিসের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভ্রমণের কমপক্ষে ১০ দিন আগে মেনিনজাইটিসের টিকা নিতে হবে, ভ্রমণের সময় সেই টিকা নেওয়ার প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
সৌদি প্রশাসন জানিয়েছে, ১ বছরের বেশি বয়সি সব ভ্রমণকারীর জন্য মেনিনজাইটিসের টিকা বাধ্যতামূলক। তবে যারা ১০ বছর আগে এই টিকা নিয়েছেন, তাদের নতুন করে টিকা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের চারদিকে যে সূক্ষ্ম টিস্যুস্তরের আবরণ রয়েছে, তাকে মেনিনজেস বলে। এ টিস্যু স্তরের আবরণে সংক্রমণের ফলে যে প্রদাহ হয়, তাকে বলে মেনিনজাইটিস। সাধারণত অণুজীবের সংক্রমণে এমনটি হয়। মেনিনজাইটিস নানা রকমের হয়, যেমন ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, নিসেরিয়া মেনিনজাইটিস, ভাইরাল মেনিনজাইটিস ইত্যাদি। ভাইরাল মেনিনজাইটিস নানা ধরনের ভাইরাসের কারণে হয়। এগুলো হাঁচি, কাশি ও অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্যবিধির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
এছাড়া উমরাহ যাত্রীদের করোনাভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিওর টিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষত, পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য পোলিও টিকার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে আফগানিস্তান, কেনিয়া, কঙ্গো, এবং মোজাম্বিকে ট্রানজিট যাত্রীদেরও পোলিওর টিকা নিতে হবে। এসব শর্ত মেনে চলার জন্য ভ্রমণকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সৌদি সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (এসসিএএ)। এই নতুন নীতিমালা উমরাহ পালন ও অন্যান্য ভ্রমণের সময় স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এই প্রথম চাঁদে বাণিজ্যিক নভোযান পাঠাচ্ছে নাসা

আপনজন ডেস্ক: চন্দ্র বিজয়ের প্রায় ৫৬ বছর পর প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাঁদে নভোযান পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আগামীকাল বুধবার পৃথিবী থেকে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেবে নাসার প্রথম বাণিজ্যিক নভোযান। 'ব্লু ঘোস্ট মিশন ১' নামের এই অভিযানে পাঠানো হচ্ছে 'ব্লু ঘোস্ট' নামের একটি রোবটকে। এ অভিযানে নাসার অংশীদার হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি অ্যারোস্পেস প্রতিষ্ঠান ফায়ারফ্লাই অ্যারোস্পেস। রোবটও তারাই তৈরি করেছে।
কাল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স কোম্পানির তৈরি ফ্যালকন ৮ রকেটে চেপে ব্লু ঘোস্ট চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় ৪৫ দিন কাটানোর পর ফের পৃথিবীতে ফিরে আসবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে নাসা।
এই ৪৫ দিনে নাসার প্রতিনিধি হিসেবে অন্তত ১০টি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাবে ব্লু ঘোস্ট। এসব অনুসন্ধানের প্রতিটিই চাঁদের পরিবেশ এবং ভবিষ্যতে সেখানে মানুষের সম্ভাব্য বসতি স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া মহাবিশ্বের আবহাওয়া এবং মহাজাগতিক শক্তি কীভাবে পৃথিবী ও চাঁদের ওপর প্রভাব ফেলে সেটি যাচাই করাও এ অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে নাসার বিবৃতিতে। ল্যান্ডার ব্লু ঘোস্ট ৬ দশমিক ৬ ফুট লম্বা ও ১১ দশমিক ৫ ফুট চওড়া।
১৯৬৯ সালে প্রথমবোরের মতো চন্দ্রবিজয়ে সফল হয় নাসা। ওই বছর নাসার রকেট অ্যাপোলো ১১-তে চেপে চাঁদে পৌঁছেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, অ্যাডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স নামের তিন নভোচারী। এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি দেশ চাঁদে সফলভাবে মহাকাশযান পরিচালনা করেছে। দেশগুলো হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও জাপান।

চলতি সপ্তাহেই ইসরায়েল ও হামাস চুক্তি!

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই সপ্তাহেই হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। সোমবার ব্লুমবার্গের ওয়াশিংটন কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, উভয়পক্ষের উপর চাপ বাড়ছে, যা তাদের একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে বাধ্য করতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮মি.

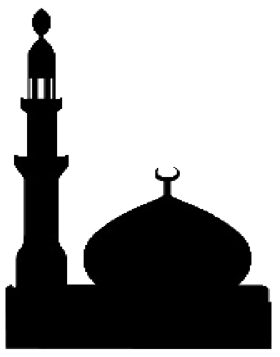

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৬	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

চেক প্রজাতন্ত্রে রেস্তোরাঁয় গ্যাস বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: চেক প্রজাতন্ত্রের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মথের একটি রেস্তোরাঁয় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছয়জন নিহত হয়েছেন। চেকের জরুরি পরিষেবা রোববার সামাজিক মাধ্যম এক্স–এ এক পোস্টে জানায়, শনিবার সন্ধ্যার এই অগ্নিকাণ্ডে আটজন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের পর পুরো ভবনটিতে আগুন ধরে যায়। রেস্তোরাঁটি ও আশপাশের ভবন থেকে ৩০ জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিত

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হলেন আইসিজের প্রেসিডেন্ট নাওয়াফ, হিজবুল্লাহর ক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) প্রেসিডেন্ট নাওয়াফ সালামকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তার এই মনোনয়ন সংকটে জর্জরিত দেশটির জন্য এক চমকপ্রদ পরিবর্তন। গতকাল সোমবার (১৩ জানুয়ারি) তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত করা হয়। খবর রয়টার্স।
এদিকে নাওয়াফ সালামকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধা হিজবুল্লাহ। তাদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের বাদ দেওয়ার জন্য কাজ করবেন।
জোসেফ আউনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া এবং নাওয়াফ সালামের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশটির সরকার ব্যবস্থায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটল। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে লেবাননের প্রেসিডেন্ট পদটি খালি ছিল। এ ছাড়া এত দিন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সক্ষমতার ভিত্তিতে দেশটির মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত হতো। সৌদি আরবের জোরালো চাপের পর গত বৃহস্পতিবার লেবাননের পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জোসেফ আউন। আর এরপরই দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। নাওয়াফ সালাম এর আগেও দুবার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন।

ট্রাম্পকে কঠোর 'হুঁশিয়ারি' দিলেন কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রিটিয়েন

আপনজন ডেস্ক: কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাষ্ট্র করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা থেকে তাকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ ক্রিটিয়েন। ট্রাম্প যদি সত্যিই কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য করার চেষ্টা করেন, তাহলে কানাডাও তার জবাব দেবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্রিটিয়েন, যিনি ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কানাডার দৈনিক গ্লোব অ্যান্ড মেইলে সম্প্রতি একটি কলাম লিখেছেন ক্রিটিয়েন। সেখানে তিনি সরাসরি ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা উভয়েই বয়স্ক মানুষ এবং সেই হিসেবে আপনাকে বলছি– আপনার মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। দয়া করে মাথা ঝাঁকিয়ে জট কাটান। কানাডা বিশ্বের সেরা দেশ এবং আপনি কী করে এটা ভাবলেন যে কানাডীয়রা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়ার জন্য নিজেদের দেশেরস্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেবে?"
"আপনি কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন– তা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য একটি অপমান এবং আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি অভূতপূর্ব হুমকি। আমরা এমনিতে সহজ-সরল; ভদ্র ও মৃদুভাষী, কিন্তু আমরা কঠিনও হতে পারি। তাই ভুলেও দুর্বল ভাববেন না।"

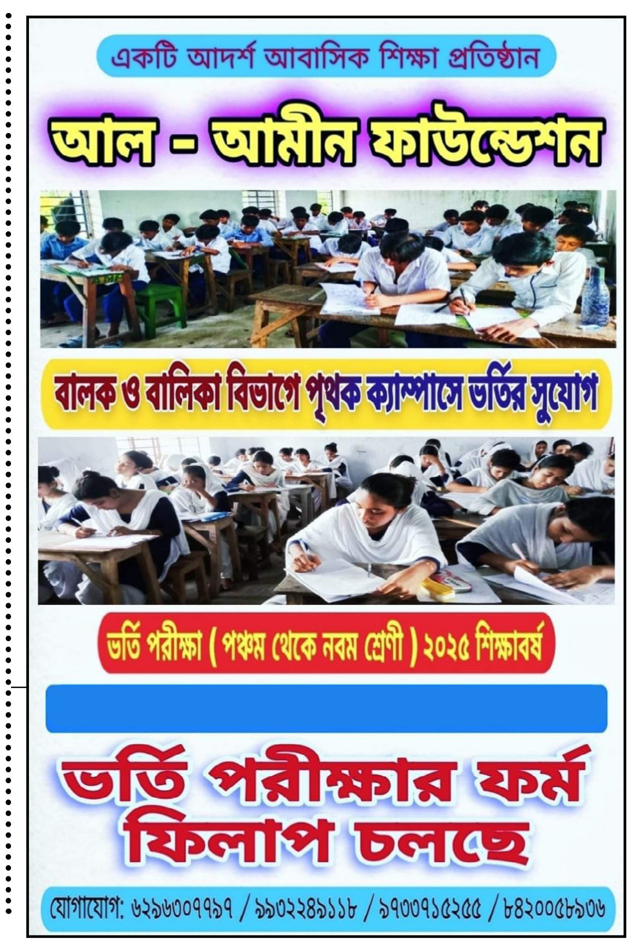

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২৯ পৌষ ১৪৩১, ১২ রজব ১৪৪৬ হিজরি

এইচএমপিভি ভাইরাস

বিশ্বব্যাপী নিত্যনতুন ভাইরাসের আবির্ভাব জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আধুনিক প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হইলেও, ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করিতে বিশ্বব্যাপী এক অভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। গুজরাত, কেরল সহ কয়েকটি রাজ্যে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)- এর সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ায় জনমনে একপ্রকার শঙ্কা দেখা দিয়াছে। তবে, বিশেষজ্ঞগণ আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, এইচএমপিভি নূতন কোনো ভাইরাস নহে এবং ইহার প্রভাব কোভিড-১৯-এর ন্যায় ভয়াবহ হইবার আশঙ্কা কম । তথাপি এই ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

এইচএমপিভি প্রথম শনাক্ত হইয়াছিল ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডসে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তথ্য অনুসারে, ইহা একটি আরএনএ ভাইরাস, যাহা প্রধানত শাসনতন্ত্রে আক্রমণ করে। যদিও ইহা কোভিড-১৯-এর সহোদর ভাইরাস নহে, তথাপি ইহার সংক্রমণের ধরন ও উপসর্গ কিছুটা একইরূপ। সর্দি, জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি সাধারণ ঠান্ডাজনিত লক্ষণ লইয়া শুরু হইলেও, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া কিংবা অ্যাজমার মতো জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষত শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাহাদের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল, তাহাদের জন্য ইহা অধিকতর বিপজ্জনক হইতে পারে । বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এবং সরকারি রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)- এর পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, বর্তমানে এই ভাইরাস লইয়া আতঙ্কিত হইবার কোনো কারণ নাই। ইহা শীতকালীন একটি স্বাভাবিক সংক্রমণ এবং পূর্বেও বাংলাদেশে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে । ২০১৬ বা ২০১৭ সালের দিকেও এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হইয়াছিল । অতএব, ইহার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক রোগপ্রতিরোধক্ষমতা বিদ্যমান ।

তবে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনো অবকাশ নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সিডিসি সতর্ক করিয়াছেন যে, এইচএমপিভি সংক্রমিত ব্যক্তি হাঁচি, কাশি কিংবা সংক্রমিত বস্তু স্পর্শ করিয়া সহজেই অন্য ব্যক্তিতে ছড়াইতে পারে। যেই হেতু ইহার কোনো কার্যকর টিকা এখনো উদ্ভাবিত হয় নাই, সেই হেতু কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এখানে কার্যকর হইতে পারে । এই প্রসঙ্গে যাহা করণীয়, তাহা হইল : জনসমাগম এড়াইয়া চলা ও সর্বদা মাস্ক ব্যবহার করা, বারংবার সাবান ও পানি দ্বারা হাত ধৌত করা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢাকিয়া রাখা, আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট সংস্পর্শ এড়াইয়া চলা, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ ও রোগপ্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞগণ বারংবার সতর্ক করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে নূতন নূতন রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে। বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিল গেটস একাধিকবার সতর্ক করিয়াছেন যে, আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে নূতন মহামারি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। কোভিড-১৯ আমাদের শিখাইয়াছে, ভাইরাস প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে এইচএমপিভি নূতন কোনো মহামারি সৃষ্টি করিবে বলিয়া শঙ্কা না থাকিলেও, ইহার বিরুদ্ধে অবহেলা প্রদর্শন হইবে আত্মঘাতী। কাজেই, আমাদের সজাগ ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে । বাংলাদেশের জনগণের জন্য এইচএমপিভি একটি নূতন অভিজ্ঞতা নহে বটে, তবে ইহা লইয়া উদাসীন হওয়া হইবে আত্মঘাতী। স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নত করিতে হইবে এবং গবেষণায় অধিকতর বিনিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। বিশেষত, শীতকালে এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়িতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সতর্ক করিয়াছেন ।

সর্বোপরি, যে কোনো রোগ হইতে রক্ষা পাইবার মূল চাবিকাঠি হইল সচেতনতা । কোভিড-১৯ আমাদের শিখাইয়াছে, আগাম প্রস্তুতি ও স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলাই বড় দুর্যোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব, এইচএমপিভি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি পালনে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন । তাহা হইলেই আমরা একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব । সতর্ক থাকাই হইল সঠিক পথে অগ্রসর হইবার প্রথম পদক্ষেপ ।

•••••••••••••

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি: ২০২৫ সাল কেমন যাবে?

২০২৪ সাল ছিল আধুনিক সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম। বছরটি পুরো অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ, সংঘাত, মানবিক সংকট, অর্থনৈতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণহত্যা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর যত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সব গাজায় পরিচালিত ইসরাইলের আগ্রাসী নীতির কারণে ঘটেছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি কেমন যাবে ২০২৫ সাল তা নিয়ে লিখেছেন মুহিতিন আতামান।

২০২৪ সাল ছিল আধুনিক সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম। বছরটি পুরো অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ, সংঘাত, মানবিক সংকট, অর্থনৈতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণহত্যা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর যত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সব গাজায় পরিচালিত ইসরাইলের গণহত্যা ও তাদের আগ্রাসী নীতির কারণে ঘটেছে। ইসরাইল শুধু গাজা নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের প্রতিও আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করেছে। ২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি কেমন ছিল, তা বুঝতে এই অঞ্চলের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনার বিশ্লেষণ করা দরকার।

২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল গাজায় পরিচালিত ইসরাইলের গণহত্যার ধারাবাহিকতা। এ গণহত্যা ইসরাইল শুরু করেছিল। অপারেশন ‘আল-আকসা ফ্লাড’-এর প্রতিক্রিয়ায়। শুধু গাজায় বসবাসকারী নিরীহ মানুষদের জন্য নয়, বরং পুরো বিশ্বের বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এ ঘটনা। সবচেয়ে করুণ বিষয় হলো, গাজায় নিহতের মধ্যে বেশির ভাগই নিরীহ শিশু ও নারী। একদিকে ইসরাইল যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমাজ এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা গাজার মানুষের এই দুর্ভোগ বন্ধ করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি । ফলে, ফিলিস্তিনি জনগণ লম্বা সময় ধরে এই চরম মানবিক সংকটে ভুগতে থাকে। ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারের সব নিয়ম ভেঙে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়ে গেছে। এটি শুধু গাজাতেই থেমে থাকেনি, বরং লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরানের মতো দেশগুলোর জাতীয় সার্বভৌমত্বও লঙ্ঘন করেছে ।

২০২৪ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত। এই সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রভাব পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর পড়েছে। ইরান-নেতৃত্বাধীন ‘অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স’ নামে পরিচিত গোষ্ঠীকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে ইসরাইল। গোষ্ঠীটি ইরান ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইসরাইল একের পর এক অভিযান চালিয়ে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং সংগঠনের সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হত্যা করেছে। এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পাশাপাশি ইসরাইল লেবাননে অবস্থানরত নিরীহ সাধারণ মানুষ ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে আক্রমণ করেছে। ইরান এই সংঘাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তারাও ইসরাইলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। উভয় দেশই তাদের সংঘাতের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক ছিল। ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীরে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, ইসরাইল বারবার এই যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

২০২৪ সালের তৃতীয় বড় ঘটনা ছিল সিরিয়ার বিপ্লব এবং ৬১ বছরের পুরোনো বাথ শাসনের পতন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা বহু বছর ধরে নিপীড়নের শিকার সিরিয়ার জনগণের জন্য মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছে। সিরিয়ার সামরিক বিরোধী দলগুলো—যারা তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নিরাপদ অঞ্চল ও ইদলিব প্রদেশে অবস্থান করছিল, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী দামেস্কসহ পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয় । বাশার আল-আসাদ ও তার পরিবার এই বিপ্লবের পর রাশিয়ায় পালিয়ে যায়। আসাদের প্রধান দুই সমর্থক দেশ, অর্থাৎ ইরান ও রাশিয়া, সিরিয়া থেকে তাদের সেনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিপ্লবের পর, অনেক দেশ নতুন সিরিয়ান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করেছে। তুরস্ক প্রথম দেশ হিসেবে সিরিয়ায় তার দূতাবাস পুনরায় চালু করেছে এবং অন্যান্য দেশকে একই পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোও নতুন সিরিয়ান সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছে। চলতি বছর জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হচ্ছে। ২০২৪ সালে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন অপারেশন ‘আল-আকসা ফ্লাড’ এবং গাজার গণহত্যার পর, অঞ্চলটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন রূপ ধারণ করবে। তবে বিশ্ববাসী সম্ভবত গাজার চলমান গণহত্যার ঘটনায় নীরব দর্শকই হয়ে থাকবে। এটি মানবিকতা ও সহানুভূতির একটি কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। ইসরাইল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্তকে বারবার অবজ্ঞা করেছে এবং এই প্রবণতা ২০২৫ সালেও চলতে থাকবে । জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত, এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-এর মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কেউই ইসরাইলকে থামাতে পারেনি। এমনকি কোনো বৈশ্বিক শক্তি ইসরাইলের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে, ইতিমধ্যেই বহু দেশের জনগণ, এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোর অসংখ্য মানুষ, ইসরাইলের এই নির্মম কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

রাজনীতি বিশ্লেষকরা আশা করছেন, ট্রাম্প প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ, ইসরাইলি আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি সমর্থন দেবে, তত বেশি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ট্রাম্পের ব্যাবসায়িক মানসিকতা বিবেচনা করলে, যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে নতুন মার্কিন প্রশাসন তাদের ইসরাইলপন্থি অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। আগে যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে সাধারণত লাভবান হতো । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে, ইসরাইলের আগ্রাসী নীতি বাস্তবায়নে বিশাল সহায়তা এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ইউক্রেনের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কারণে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০২৪ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত। এই সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রভাব পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর পড়েছে। ইরান-নেতৃত্বাধীন ‘অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স’ নামে পরিচিত গোষ্ঠীকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে ইসরাইল। গোষ্ঠীটি ইরান ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইসরাইল একের পর এক অভিযান চালিয়ে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং সংগঠনের সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হত্যা করেছে। এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পাশাপাশি ইসরাইল লেবাননে অবস্থানরত নিরীহ সাধারণ মানুষ ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে আক্রমণ করেছে। ইরান এই সংঘাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তারাও ইসরাইলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। উভয় দেশই তাদের সংঘাতের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক ছিল। ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীরে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, ইসরাইল বারবার এই যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

ইসরাইলের হাতে ফিলিস্তিনে ঘটে যাওয়া ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞের পর স্পষ্ট ধারণা করা যায়, ফিলিস্তিনি বাহিনী ইসরাইলের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল প্রশ্নই মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা বা অস্থিতিশীলতার মূল নির্ধারক হয়ে থাকবে চলতি বছরব্যাপী। ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগ ও চলমান গণহত্যা মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের যে কোনো স্বাভাবিকীকরণ প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে। অর্থাৎ, যতদিন ইসরাইল তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যাবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ স্বাভাবিক হবে না।

সিরিয়ার বিষয়ে বলতে গেলে, নতুন সরকার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও দেশ পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় তারা দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। সরকারের জন্য পুরো সিরিয়া পুনরুদ্ধার করতে সময় লাগবে বিশেষ করে ইসরাইলের দখল করা অঞ্চল এবং পিকেকে/ওয়াইপিজি-নিয়ন্ত্রিত উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার এলাকাগুলো । শিগিরই নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ওয়াইপিজিকে নিরস্ত্র করতে এবং দেশের পুনর্গঠনে অংশ নিতে অনুরোধ করবে । যদি তারা না মানে, তাহলে নতুন সরকার তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না। অন্যদিকে, কিছু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং দেশে নতুন করে সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।

২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেড়েছে। তুরস্ক ২০২৫ সালেও মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তুরস্ক সিরিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ান বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়া আংকারা নতুন শাসনব্যবস্থাকে তাদের দেশের সমগ্র অংশ পুনরুদ্ধার ও রাষ্ট্র পুনরায় গড়ে তোলার জন্য সমর্থন দেবে।

আসাদ সরকারের পতন ২০২৫ সালে আরব বিশ্বে নতুন ধরনের আন্দোলন ও সরকার পরিবর্তনের ঢেউ তুলতে পারে। অত্যাচারী বাথ শাসনের পতন আরব অঞ্চলের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ঘটনা আরব বিশ্বের অন্যান্য জনগণকে তাদের নিজ নিজ স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। আর এই অনুপ্রেরণা আরব বিশ্বের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে ।

লেখক : তুরস্কের সোশ্যাল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি অব আংকারার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক।

আইস এজ বা বরফ যুগ কি আবার আসবে?

কারিশমা ইরিন এ্যামি

বর্তমানে বিশ্বের বা অন্যতম আলোচনার উষ্ণতা। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসারণ, বনভূমি ধ্বংস ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অন্যতম কারণ। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তন নতুন কিছু নয়, এটি পৃথিবীর প্রাকৃতিক চক্রেরই অংশ। পার্থক্য হলো, মানুষের কর্মকাণ্ড এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর ও আরও জটিল করে তুলছে। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ হলো মিলানকোভিচ চক্র।

সহজভাবে বলতে গেলে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। ফলে কোনো সময়ে পৃথিবী সূর্যের কাছাকাছি থাকে, আবার কখনো দূরে চলে যায়। সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায়, বরফ বৃদ্ধি পায় এবং শীতল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর যখন পৃথিবী সূর্যের কাছাকাছি থাকে, তখন উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তন সম্পন্ন হতে প্রায় ১০০,০০০ বছর লাগে। তাছাড়া পৃথিবীর অক্ষের ঢালও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। পৃথিবী বর্তমানে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে, তবে এটি ২২.১ ডিগ্রি থেকে ২৪.৫ ডিগ্রি এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। অক্ষের ঢাল বাড়লে গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া অয়নচলন (Precession) নামক আরেকটি চক্র পৃথিবীর অক্ষকে দুলতে বাধ্য করে, যার ফলে প্রতি ২৬,০০০ বছর অন্তর পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রভাবিত হয়। এই তিনটি চক্র একত্রে মিলানকোভিচ চক্র নামে পরিচিত, যা সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথ ও সৌর বিকিরণের মাত্রা পরিবর্তন করে। যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরে অবস্থান করে, তখন সৌর বিকিরণের পরিমাণ কমে যায়, ফলে একটি আইস এজ বা বরফ যুগ শুরু হতে পারে।

তাছাড়াও অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে আছে প্লেট টেকটনিকস মুভমেন্ট, অর্থাৎ মহাদেশের প্লেটগুলোর চলাচলের ফলে মহাসাগর ও স্থলভাগের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়। যখন কোনো মহাদেশ মেরুর দিকে চলে আসে, তখন বরফ জমে এবং ধীরে ধীরে বরফ যুগের সূচনা হয়। বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে, যা সৌর বিকিরণ প্রতিফলিত করে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ কয়েকটি বড় বরফ যুগ দেখা গেছে, যেমন-হুরোনিয়ান, ক্রায়োজেনিয়ান, কারু, প্লাইস্টোসিন আইস এজ। বর্তমানে পৃথিবী আন্তঃগ্লেসিয়াল সময়ে রয়েছে, যা বরফ যুগের মধ্যবর্তী উষ্ণ সময়কাল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রাকৃতিক নিয়মে ভবিষ্যতে আবার একটি বরফ যুগ আসতে পারে। তবে অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসারণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এই বরফ যুগের সূচনা বিলম্বিত হতে পারে।

বরফ যুগ অবাস্তব নয়, বরং এটি পৃথিবীর দীর্ঘমেয়াদি প্রাকৃতিক চক্রেরই অংশ। তবে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন এই প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে, যা ভবিষ্যতের পরিবেশকে অন্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো-পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ানো, গ্রিনহাউজ গ্যাস কম নিঃসারণে জোর দেওয়া, যাতে প্রকৃতি তার নিজস্ব গতিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার এলে স্বাভাবিক হবে সম্পর্ক: সেনাপ্রধান

আপনজন: ভারত ও বাংলাদেশের সামরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা আগের মতোই আছে উল্লেখ করে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, দুই দেশের পারস্পরিক সার্বিক সম্পর্ক তখনই স্বাভাবিক হবে, যখন সে দেশে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসবে। সেনা দিবস পালনের আগে আজ সোমবার সেনাবাহিনীর বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও সামরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ভারতের সেনাপ্রধান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার (কৌশলগত অংশীদার)। কোনো ধরনের শত্রুতা দুই দেশের জন্যই ক্ষতিকর। তাতে কারও স্বার্থ চরিতার্থ হবে না। সেনাপ্রধান আরও বলেন, ‘আমরা প্রতিবেশী। আমাদের দুই দেশকেই একসঙ্গে বাস করতে হবে। পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে হবে। কোনো ধরনের শত্রুতা কারও পক্ষে ভালো নয়।’ তিনি বলেন, ‘দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক একেবারে ঠিক রয়েছে। কিন্তু দুই দেশের সার্বিক সম্পর্কের কথা যদি বলেন তাহলে বলব, নির্বাচিত সরকার এলেই তা স্বাভাবিক হবে।’ বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, সে দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। গত আগস্টে রাজনৈতিক পালাবদলের সময় সর্বদা তাঁরা যোগাযোগের মধ্যে ছিলেন। এমনকি গত ২৪ নভেম্বরও তাঁদের দুজনের মধ্যে ভিডিও মারফত আলোচনা হয়েছে। তাঁরা সব সময় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছেন। এখনো সেই যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

প্রথম নজর

নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ মিলাদুন্নবী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান উৎসাহ এবং জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হলো। প্রতি বছরের মতো এবারও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে নাতে রাসুল, সূরা কেরাত, গজল, বক্তব্য ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উজির আলি, যিনি শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, বলেন, "ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বছর এই অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে। নবী দিবস উপলক্ষে তারা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশনার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে।"এ বছরের অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী গুইর কে এন হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ডক্টর মোজাফফর আহমেদ, বারিশালি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ আবদুল্লা , দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম , নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসার হোস্টেল সুপার সেখ সুরজ আলি সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীদের সহযোগিতায় পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়।নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসার পরিবেশ এবং সাফল্যও প্রশংসার দাবি রাখে। বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান, সবুজ গাছগাছালি, পুকুর এবং মিড ডে মিলের জন্য উৎপাদিত তাজা সবজি অতিথিদের মুগ্ধ করে। এই সব দিক দিয়ে বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা মাদ্রাসার স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল। ছিল নাতে রাসুল, কেরাত, গজল এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।

মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: রবিবার বিবেকানন্দের জন্মদিনে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব এ অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের বার্ষিক শ্রোতা সম্মেলন - মিলনমেলা ২০২৫ । মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রোতা সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২০জন বেতারপ্রেমী শ্রোতাবন্ধু ,কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী মানুষ , সাংবাদিক, ঘোষক-ঘোষিকা এবং বেতার সংগঠন এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
এই অনুষ্ঠানে "বেতার ভুবন" নামে একটি বেতার বিষয়ক পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "বেতার ভুবন" পত্রিকায় দেড় শতাধিক বেতার বিষয়ক লেখা, কবিতা, গল্প, শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশিত হয়। মিলন মেলায় বেতার বিষয়ক একটি স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যেখানে আকাশবাণী ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বেতার যেমন রেডিও ফ্রান্স ইন্টারনাশানাল , ভয়েস অফ ভিয়েতনাম , রেডিও তেহরান প্রভৃতি বেতারের অনুষ্ঠানসূচী , স্টিকার, পেনেন্ট , ক্যালেন্ডার , সুভেনীর ইত্যাদি ও রেডিওর প্রদর্শন করা হয়।

ধনিয়াখালিতে বইমেলা উৎসব

শেখ সিরাজ ● ধনিয়াখালি

আপনজন: রবিবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধনিয়াখালি পানিনি নাট্য গোষ্ঠীর পরিচালনায় ধনিয়াখালি বাসস্ট্যান্ডে ধনিয়াখালি ব্লক যাত্রা প্রতিযোগিতা গ্রামীন লোক সংস্কৃতি ও বইমেলা উদ্বোধন হয়ে গেল।
সকালে এক বিরাট শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধনিয়াখালি এলাকা পরিক্রমা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির সভাপতি সাংবাদিক নৌশাদ মল্লিক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত যাত্রা পালাকার ও অভিনেতা নির্মল মুখোপাধ্যায় । সম্মানীয় অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন স্থানীয় ধলিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র , প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব চন্দন সেন , হুগলি জেলার আইন পরিদর্শক অসিত দাস , ধনিয়াখালি ভূমি সংস্কার আধিকারিক জগন্নাথ সরেন প্রমুখ।

বালিকা মাদ্রাসায় খতমে বুখারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত নালিতাজোল বালিকা মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে খতমে বুখারী শরীফ ,নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাযুল হাদিস আল্লামা ড: ইশতিয়াক আহমেদ কাসেমী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক ওয়ায়েজুল হক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মুফতি মাহমুদুর রহমান কাসেমী,কে জি এন মার্বেল গ্রুপের কর্ণধার আলহাজ্ব সেখ সিরাজুল হক, নতুন গতি র সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সৈয়দ নাজিমুদ্দিন, শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট সমাজসেবী আলহাজ্ব সেখ আব্দুল সেলিম, শেখ আশিক, নালিতাজোল গার্লস মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা সিবগাতুল্লাহ কাসেমী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক সহ বিশিষ্টজনেরা।

২৩ জানুয়ারি থেকে শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় টানা ৪ দিন একাধিক ট্রেন বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ- ডানকুনি সেকশনে বালিঘাট এবং বালিহাল্টের মধ্যে রেল ওভার ব্রিজে পুরানো স্টিলের গার্ডার প্রতিস্থাপন করে আরেকটি বিশাল পরিকাঠামো প্রকল্প সম্পন্ন করার কাজ শুরু হবে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতুটি ১৯৩১সালে ব্রিটিশ শাসনামলে তৈরি হয়েছিল। ব্রিজ নং১৫ সিসিআর-এর পুরানো স্টিলের গার্ডারটি মূলত বার্ধক্যজনিত কারণে অত্যন্ত ক্ষয় হয়েছে। আরওবিকে জরুরী ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করা দরকার যা সেফটি লাইনের ক্ষমতা এবং অবশ্যই সেকশনের গতি বাড়াবে বলে মনে করছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। আরসিসি বক্স সরবরাহ করে নির্মাণ নির্মাণ কাজ শেষ করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দমদম-ডানকুনি সেকশনে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি ৪টা পর্যন্ত। ১০০ঘন্টা ট্রাফিক কাম পাওয়ার ব্লক থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে তা হল---শিয়ালদহ এবং ডানকুনির মধ্যে ২০ জোড়া লোকাল ট্রেন ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বাতিল থাকবে৷ সেই হিসেবে, শিয়ালদহ ডানকুনি বিভাগে উল্লিখিত ৪ দিনের জন্য কোনও ইএমইউ চলাচল করবে না।
এছাড়া আরো যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে তা হল--- ৬ জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন ।যেমন, কলকাতা-পাটনা গরীবরথ, তেভাগা এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-সিউরি এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-কলকাতা এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-জাঙ্গিপুর রোড এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।
যে ট্রেন গুলির যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হবে সেগুলি হল----উত্তরবঙ্গ ও শিয়ালদহ পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস ।
এই চার দিন শিয়ালদহের পরিবর্তে হাওড়া থেকে ছাড়বে এই ট্রেন গুলি।
এর পাশাপাশি ডাইভারশন হবে ১৬ জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি। দমদম-নৈহাটি হয়ে ব্লকের দিনগুলিতে যেমন জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস, বিকানের দুরন্ত, অনন্যা এক্সপ্রেস, আগ্রা ক্যান্টের মাধ্যমে ডাইভার্ট করা হবে।
এক্সপ্রেস, শব্দ ভেদী এক্সপ্রেস, নাঙ্গল ড্যাম এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ রাজধানী, পদাতিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনকন্যা, দার্জিলিং মেল, শিয়ালদহ আজমির এক্সপ্রেস, আনন্দ বিহার সম্পকক্রান্তি এক্সপ্রেস, জম্মু তাওয়াই হামসফর এক্সপ্রেস, প্রতাপ এক্সপ্রেস, জালিওয়ানবাগ এক্সপ্রেস ট্রেন গুলি অন্য দিকে দিয়ে ঘুরে পথে চলাচল করবে ।বাতিল হওয়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের ভাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দেওয়া হবে। সমগ্র বিভাগে নিরাপত্তা, নিরাপত্তা এবং গতি বৃদ্ধির স্বার্থে এই চারদিন ওই শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। কয়েকটি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন কামারকুন্ডু স্টেশনের পরিবর্তে নৈহাটি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বাইরন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: গত বুধবার সাগরদিঘী ব্লকের খেরুর গ্রামে ৬টি খরের পালা আগুনে পুড়ে ভষ্মিভূত হয়। সেখানে কারো ৬বিঘার খড় , কারো ৩বিঘা খড় পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খরের পালা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে থাকায় স্থানীয়রা কোন রকম আগুন থেকে রেহায় পেয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনা স্থলে ছুটে যান সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। ঘটনাস্থলে খরের পালা পুড়ে যাওয়া পরিবারদের আর্থিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক। সেই কথা মতো সোমবার বি ৬ টা পরিবার কে আর্থিক সহযোগিতা করে পাশে দাঁড়ান বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস।

ছবি: রহমতুল্লাহ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন বনগাঁয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের মধ্যে দিয়ে একতরফা প্রচার সারলো তৃণমূল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত স্বরূপনগর ব্লক পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল নেতা নারায়ণ করের নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মেদিয়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিসহ তৃণমূল সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি সহ কাট-আউট নিয়ে মেদিয়া এলাকা পরিক্রমা করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও তৃণমূল নেত্রী বীনা মণ্ডল, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক ও স্বরূপনগর ব্লক পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেস অবজারভার নারায়ণ কর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ডু, সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইমরান হোসেন, তৃণমূল নেতৃত্ব অনুসূয়া মন্ডল, কিংকর মন্ডল, কাইচ খান, প্রমুখ। উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বরা স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বাংলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভিন রাজ্যে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ মানিকচকের যুবক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

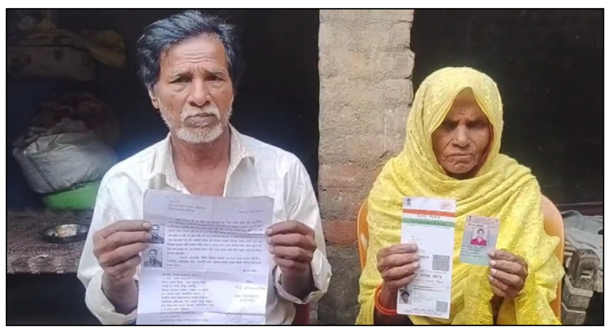

আপনজন: সংসারে অভাব মেটাতে গিয়ে ছিলো ভিন রাজ্যে কাজ কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন থেকে নিখোঁজ এক কন্যা সন্তানের বাবা। তাকে হন্যে হয়ে যেখানে সেখানে খুঁজছে পরিবারের সদস্যরা।পরিবারের লোকেরা জানান সুরাট থেকে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ট্রেন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় খোঁজাখুঁজি পরেও খোঁজ মেলেনি রহিম হক এর। দুশ্চিন্তায় গোটা পরিবারের দিন কাটছে।
মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের এলাহীটলা এলাকার বাসিন্দা রহিম হক(২৯) বিগত দু মাস আগে পেটের দায়ে ভিন রাজ্য অর্থাৎ সুরাটে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যায়।সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ বাড়ি ফিরছিল।ট্রেনে উঠেছিল। সঙ্গে প্রতিবেশী ও ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকে নিখোঁজ।প্রতিবেশীদের ফোন মারফত বাড়ির লোকজন জানতে পারে রহিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
কিন্তু তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।এই মর্মে মানিকচক থানায় ও সংশ্লিষ্ট জিআরপি অফিসে নিখোঁজ অভিযোগ করা হয়েছে। রহিমের উচ্চতা প্রায় ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। গায়ের রং শ্যাম বর্ণ। চুল কালো। সেই সময় পরনে ছিল কালো জিন্স প্যান্ট, কালো জ্যাকেট ও পায়ে চপ্পল। রহিমের ৬ মাসের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী সহ মা বাবার আবেদন কেউ যদি রহিমকে দেখে থাকেন তাহলে খোঁজ দেবেন।

সমাজে ইমামদের ভূমিকা কি হবে, তার পরামর্শ দিতে সম্মেলন

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইমামদের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে একাধিক পরামর্শ দিলেন ইমাম নেতৃত্ব। পাশাপাশি শীতের মরসুমে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সহায়তায় এগিয়ে এলো ইমাম সংগঠন।
'অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনে'র মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার ও সোমবার পৃথক দুই কর্মসূচি থেকে দুই জেলার সহস্রাধিক ইমাম-মুয়াজ্জিনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন 'অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনে'র রাজ্য সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ বাকিবিল্লা সাহেব। এ দিন তিনি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইমামদের ভূমিকা কি হবে তা নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, শীতের মরসুমে ইমাম-মুয়াজ্জিনদেরকে উপহার হিসেবে কম্বল দেওয়া হলো। সংগঠকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মমতাজুল বৈদ্য সাহেব এবং আরও উপস্থিত ছিলেন ডঃ বশির উদ্দিন, আফসার হোসেন, আব্দুল আজিজ, রুহুল আমিন, মাওলানা মোঃ মোস্তফা, প্রেমচাঁদ নুনিয়া, ফিরোজ আলম প্রমুখ।

মগরাহাটে প্রয়াত বিশিষ্ট সিপিএম কর্মী

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট ব্লকের এক রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ জন্ম লগ্ন থেকে সিপিআইএম পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী প্রদ্যুৎ ব্যানার্জি চলে গেলেন। চাকরি করতেন জেলা পুলিশে। মগরাহাটে জমি কিনে বসতবাড়ি তৈরি করেন। তিনি আজীবন ছিলেন সিপিএমের পার্টি কর্মী। তিনি মুসলিম প্রধান পাড়াতে বসবাস করতেন, ওই পাড়ার একজন হতদরিদ্র পরিবারকে নিজের পরিবার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের জমি কিনে দেয়া থেকে শুরু করে বসতবাড়ি তৈরি করে তাদের সন্তানদের নিজের সন্তানের মত লেখাপড়া শেখানো থেকে সমস্ত রকম দায়ভার তিনি গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ পার্টিকে দান করেন। নিজের চোখ কিডনি ও দেহও দান করেন।

মৈপীঠে খাঁচা বন্দি করা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ছাড়া হল ঢুলিভাষানি জঙ্গলে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: আবার আতঙ্ক মৈপীঠে। এক সপ্তাহে চারবার লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘের আগমনে ঘুম উড়েছিল মৈপীঠের বাসিন্দাদের। রবিবার মধ্যরাতে বাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার পরে স্বস্তি মেলে গ্রামবাসীদের। সেই বাঘ কে মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট থেকে ঢুলিভাষানি ৪ নম্বর জঙ্গলে ছেড়ে দিল। তার আগে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চিকিৎসা করে গ্লুকোন ডি খাইয়ে সম্পূর্ণ ফিট ঘোষণা করে পশু চিকিৎসক।
বনদপ্তর সূত্রে খবর, বাঘ যাতে বেরোতে না পারে জঙ্গলের চারদিক স্টিলের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরান নদীর দিকে মুখ ও আটকে দেওয়া হয়েছিল। খাঁচা বন্দি করেই বাঘ কে জঙ্গল থেকে নৌকায় তুলে খাঁড়ি পথ ধরে নদীতে নিয়ে আসা হয়েছিল। পূর্ণ বয়স্ক বাঘ এটি। মধ্যে রাতে ছাগল কে কামড় দিয়ে শেষ করলেও খায়নি সে। রাগে গজরাতে গজরাতে গর্জন দিচ্ছিল আকাশচুম্বি। যাতে গোটা গঙ্গার ঘাট এলাকা কেঁপে উঠছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তর ও টাইগার কুইক রেসপন্স টিমের ৮০ জন কর্মী রাতে জঙ্গলে নেমে বাঘ কে খাঁচাবন্দি করেন। সোমবার সকাল হতেই বনকর্মীরা জাল খোলার কাজ শুরু করেন। দ্রুত জাল গুটিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিক নিশা গোস্বামী, অতিরিক্ত বন বিভাগীয় আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী। অন্য দিকে, মৈপীঠের গৌড়ের চক এলাকায় জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান গ্রামের লোকজন। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তর কে। তাঁরা দ্রুত গিয়ে আবার স্টিলের জাল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাতের অন্ধকারেও বনদপ্তররা অসীম সাহসিকতার সাথে ফ্রেন্ডশিপ নেট দিয়ে তিন দিক ঘিরে ফেলে গৌড়ের চক জঙ্গল। আতঙ্ক কাটছে না দেখা যাক।

দ্বিতীয় শ্রেণির মাদ্রাসা ছাত্র তৈরি করল বিমান!

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার কাছরা গোপালপুর নুরুল হুদা জুনিয়র মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তানভীর আলম তার অসাধারণ প্রতিভার প্রদর্শনীতে স্থানীয় এলাকাবাসী ও শিক্ষকদের গর্বিত করেছে। নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছে একটি বিমান, তিন তলা বিশিষ্ট বাড়ি এবং একটি দোলনা। তার এই সৃজনশীলতায় মুগ্ধ পুরো গ্রাম। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আনিকুল ইসলাম জানান, "তানভীর আলমের প্রতিভা আমাদের গর্বিত করেছে।
সে শুধু ধর্মীয় শিক্ষায় নয়, আধুনিক শিক্ষাতেও নিজেকে প্রমাণ করেছে। আমরা তার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি, যেন সে এপিজে আবদুল কালামের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।" তানভীরের এই কাজ প্রমাণ করেছে যে, মাদ্রাসায় শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং আধুনিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগও থাকে। তানভীরের এই উদ্যোগ সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে।
এলাকাবাসী তার প্রতিভা ও সাফল্যের জন্য গর্বিত এবং তার ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছে। তানভীর আলমের মতো ছাত্ররা সমাজে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং প্রমাণ করছে যে, প্রতিভার কোনো সীমা নেই। তার এ উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাত্রিতে সাগর পাড়া থানা এলাকায় এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশীয় পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি সহ একটি ম্যাগাজিন, ঘটনায় আটক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সাগর পাড়া থানার পুলিশ,ধৃত ব্যক্তির নাম লালন শেখ ২৯ বাড়ি ধনীরামপুর নতুন বামনাবাদ এলাকায়। ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে সোমবার জেলা আদালতে তোলা হয় সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে। ইতিমধ্যেই সাগর পাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কি উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ রেখেছিল।

ফিতে কেটে, নীল সাদা বেলুন উড়িয়ে মালদা বইমেলার সূচনা সিদ্দিকুল্লাহর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

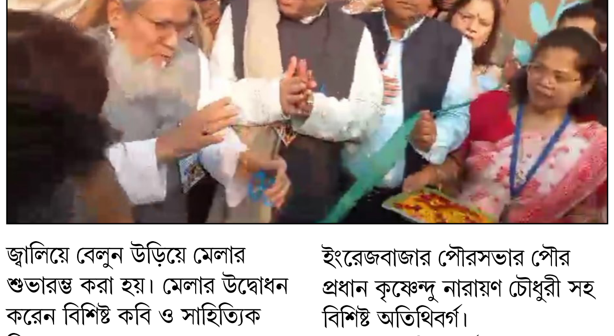

আপনজন: ফিতে কেটে, মশাল জ্বালিয়ে ও নীল সাদা বেলুন উড়িয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার এবং মালদা জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে মালদা জেলা বইমেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হলো মালদা কলেজ মাঠে।
উদ্বোধনের আগে মালদা বৃন্দাবনী মাঠ থেকে বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়, শোভাযাত্রায় স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সেই শোভাযাত্রা সারা শহর পরিক্রমা করার পর মালদা কলেজ মাঠে বইমেলার প্রবেশদ্বার ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হয়।
তারপর বইমেলা প্রাঙ্গণে মশাল জ্বালিয়ে বেলুন উড়িয়ে মেলার শুভারম্ভ করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, দুই বঙ্গরত্ন রাধাগোবিন্দ ঘোষ ও ডাক্তার দেবাশীষ সরকার, ইংরেজবাজার পৌরসভার পৌর প্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।
২০ জানুয়ারির পর্যন্ত চলবে বইমেলা। প্রায় ২০০ টি বিভিন্ন প্রকাশনীর স্টল থাকবে এই বইমেলায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকবে বেশ কয়েকটি।

ফুরফুরায় শীতবস্ত্র বিতরণ

ফুরফুরা দরবার শরীফ মোজাদ্দেদীয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১০ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ ফুরফুরা শরীফ নতুন বাড়িতে।
ছবি ও তথ্য - আব্দুস সামাদ মন্ডল

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: কামিন্স-হ্যাজলউডকে নিয়েই অস্ট্রেলিয়া দল

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের অস্ট্রেলিয়া দলে নেই প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউড। কামিন্স এই মুহূর্তে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকলেও গোড়ালির চোটের কারণে স্ক্যান করানোর কথা। আর মাসলের সমস্যায় ভোগা হ্যাজলউডকেও রাখা হয়েছে বিশ্রামে। তবে কামিন্স, হ্যাজলউড–দুজনকে নিয়েই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া তাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার ১৫ সদস্যের দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমবার কোনো আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলবেন ম্যাট শর্ট ও অ্যারন হার্ডি। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে বলেন, 'সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, গত বছরের সফল ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে সাম্প্রতিক হোম সিরিজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মূল খেলোয়াড়দের নিয়ে অভিজ্ঞ ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্কোয়াড গড়া হয়েছে। পাকিস্তানের কন্ডিশন ও প্রতিপক্ষ বিবেচনায় নিয়ে একাদশ সাজানোর জন্য বৈচিত্র্যময় সুযোগ পাবে টিম ম্যানেজমেন্ট।' অস্ট্রেলিয়ার দলটিতে বোলিং আক্রমণ সাজানো হয়েছে পেসারদের প্রাধান্য দিয়ে। কামিন্স, হ্যাজলউড ছাড়াও আছেন মিচেল স্টার্ক ও নাথান এলিস। স্পিনার মাত্র একজন–অ্যাডাম জাম্পা। ২০১৯ সালের পর থেকে পাকিস্তানে হওয়া ২৩ ওয়ানডেতে পেসারদের সাফল্যই এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। এ সময়ে পেসাররা ৫.৭৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৯৯ উইকেট, স্পিনাররা ১২০। বর্তমানে ছেলে ও মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। এখন ৫০ ওভার ক্রিকেটের আইসিসির অপর টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের লক্ষ্য দলটির। অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্ট শুরু করবে ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'এ' গ্রুপে থাকা আফগানিস্তানও ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। হাশতমউল্লাহ শহীদির নেতৃত্বাধীন দলটিতে জায়গা হয়নি অফ স্পিনার মুজিব উর রেহমানের।

প্রধান নির্বাচক আহমাদ সুলিমান খিল জানান, চিকিৎসক মুজিবকে ৫০ ওভারের ক্রিকেট থেকে দূরে রেখে ২০ ওভারে মনোযোগী রাখতে বলেছেন। ওয়ানডেতে ফেরার আগে তাঁর আরও সময় দরকার। একই কারণে সম্প্রতি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও মুজিবকে খেলানো হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড:
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মারনাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

আফগানিস্তান স্কোয়াড:
হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সেদিকউল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, ইকরাম আলিখিল, গুলবদিন নাইব, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, আল্লাহ গজনফর, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ মালিক ও নাভিদ জাদরান।

আইপিএল শুরু ২১ মার্চ, উদ্বোধন ও ফাইনাল ইডেনে

আপনজন ডেস্ক: এ বছর আইপিএল শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৪ মার্চ। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূচিতে পরিবর্তন এনেছে।
পরিবর্তিত সূচিতে এক সপ্তাহ পিছিয়ে আইপিএলের ১৮তম আসর শুরু হবে ২১ মার্চ, ফাইনাল হবে ২৫ মে। গত রাতে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । লাহোর অথবা দুবাইয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল হবে ৯ মার্চ।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে আইপিএল শুরু হলে কিছুটা তাড়াহুড়ো হয়ে যেত বলে মনে হয়েছে টুর্নামেন্টের পরিচালনা পরিষদের। এ কারণে তারা চেয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শেষ ও আইপিএল শুরুর মধ্যে যেন দুই সপ্তাহের কাছাকাছি ব্যবধান থাকে। আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মাঠে পরবর্তী আসরের উদ্বোধনী ম্যাচ হওয়াকে রীতিই বলা যায়। এবারও সেটির ব্যতিক্রম হচ্ছে না। গত আসরের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মাঠ ইডেন গার্ডেনে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালও হওয়ার কথা ইডেন গার্ডেনে।
গত আসরের রানার্সআপ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মাঠ রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর। এবারের আসরে ম্যাচসংখ্যা বাড়ানোর কথা থাকলেও সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে আইপিএল পরিচালনা পরিষদ। গত তিন বছরের মতো এবারও ম্যাচ হবে ৭৪টি। আইপিএল সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে (পৃষ্ঠপোষক, সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) আলোচনা শেষে এ মাসের শেষ দিকে চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করা হতে পারে।
গত নভেম্বরে সৌদি আরবের জেদ্দায় বসেছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। ৬৩৯ কোটি ১৫ লাখ রুপিতে মোট ১৮২ খেলোয়াড় কিনেছে টুর্নামেন্টের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি।
ধরে রেখেছে ৪৬ খেলোয়াড়। এদিকে মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত ডব্লুপিএল শুরুর দিনক্ষণও ঠিক করা হয়েছে। পাঁচ দলের এই আসর চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত। ভেন্যু হিসেবে মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুর সঙ্গে শোনা যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ ও বড়োদরার নাম।

গোলবন্যা, পেনাল্টি, সুপার কাপ অবশেষে বার্সেলোনার

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৫ : ২ রিয়াল মাদ্রিদ
ম্যাচটা আসলে শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথমার্ধেই। ৫টা গোল হয়ে গেছে ততক্ষণে। প্রথমটা ঢুকেছে বার্সেলোনার জালে, পরের ৪টা খেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। দুই দলের সর্বশেষ ম্যাচটার স্মৃতি তখন উঁকি মারছে। গত বছর অক্টোবরে লা লিগায় সেই ম্যাচে রিয়ালকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল বার্সা।
আজ জেদ্দার ম্যাচটা অবশ্য লিগের ছিল না, ছিল স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল। সেই ম্যাচে ৪-১ গোলে এগিয়ে থেকে বার্সা যখন বিরতিতে যাচ্ছে, ততক্ষণে ম্যাচের ভাগ্যও যেন লেখা হয়ে গেছে। নাটক অবশ্য বিরতির পরেও হলো। বার্সেলোনা ব্যবধান আরও বাড়াল, তারপর আবার রিয়াল সেটা কমাল। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন বার্সা গোলকিপার ভয়চেক সেজনি, শেষের প্রায় ৪০ মিনিট বার্সা খেলল ১০ জন নিয়ে। তবে সুযোগটা নিতে পারল না রিয়াল মাদ্রিদ। জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালটা শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনা জিতে নিল ৫-২ গোলে।
এ নিয়ে টানা দুটি এল ক্লাসিকোতে রিয়ালের জালে ৪ বা এর বেশি গোল দিল হান্সি ফ্লিকের দল। সুপার কাপের শিরোপা জিতল রেকর্ড ১৫তম বারের মতো। শুরু থেকেই রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে ব্যস্ত রাখে বার্সেলোনা। চার মিনিটের মধ্যেই কোর্তোয়া দুটি সেভ করেন, দুটি কর্নারের বিনিময়ে। তবে দ্বিতীয় কর্নারের পর হঠাৎ ধাক্কা খায় বার্সা। কর্নার থেকে আসা বল বার্সা মিডফিল্ডার মার্ক কাসাদোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে যান রিয়াল ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। একটু এগিয়ে তিনি পেয়ে যান ডানে থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে, পাস বাড়ান তাঁর দিকে। সেই পাস ধরে এক দৌড়ে এমবাপ্পে চলে যান বার্সার ডি-বক্সে। তারপর বার্সা ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে তাঁর ডান পায়ে নেওয়া নিচু শট গোলরক্ষক ভয়চেক শেজনিকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় বার্সার জালে। একেবারেই খেলার ধারা বিপরীতে এগিয়ে যায় রিয়াল, ১-০। বার্সা অবশ্য গোল খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েনি, বরং আরও বেশি আক্রমণ করতে থাকে। তবে রিয়াল মাদ্রিদের রক্ষণভাগ ছিল অটল। বেশিক্ষণ বার্সাকে আটকে রাখতে পারেনি তারা। জুলস কুন্দের কাছ থেকে বল পেয়ে মাঝমাঠে থাকা রবার্ট লেভানডফস্কি প্রথম ছোঁয়াতেই পাঠিয়ে দেন লামিনে ইয়ামালের কাছে। রিয়ালের রক্ষণভাগে ঢুকে ফারলাঁ মেন্দি ও চুয়ামেনিকে কাটিয়ে বাঁ পায়ে দারুণ এক শট নেন, ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে বল চলে যায় রিয়ালের জালে, ১-১। এরপর বার্সেলোনাকে আটকানো মুশকিল হয়ে পড়ে রিয়ালের জন্য। ৩৪ মিনিটে নিজেদের বক্সের ভেতর বলের দখল নিতে গিয়ে বার্সা মিডফিল্ডার গাভিকে ফাউল করে বসেন রিয়াল মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি, কামাভিঙ্গা দেখেন হলুদ কার্ড। দুর্দান্ত এক স্পট কিক থেকে ৩৬ মিনিটে বার্সাকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন লেভানডফস্কি। তবে রিয়ালের দুর্ভোগ সেখানেই শেষ হয়নি; ৩৯ মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে কুন্দে লম্বা এক পাস বাড়ান রিয়ালের বক্সের দিকে এগোতে থাকা আনমার্ক রাফিনিয়ার দিকে। লাফিয়ে করা দুর্দান্ত এক হেডে ব্যবধান ৩-১ করেন রাফিনিয়া। বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হওয়ায় প্রথমার্ধে বাড়তি সময় যোগ করা হয় ১০ মিনিটের মতো। রিয়াল চতুর্থ গোলটা খায় সেই যোগ হওয়া সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে। রিয়ালেরই একটা কর্নার থেকে বল পেয়ে গিয়ে পাল্টা আক্রমণে যান লামিয়ে ইয়ামাল এবং দারুণ এক পাস দেন রাফিনিয়াকে। বক্সের কাছাকাছি গিয়ে রাফিনিয়া রিয়াল মিডফিল্ডার ফেদে ভালভার্দেকে নিজের দিকে এনে বল বাড়ান অ্যালেক্স বালদের দিকে। দারুণ এক শটে ৪-১ করেন বালদে। এরপর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে বিরতির পর অবিশ্বাস্য কিছু করতে হতো রিয়াল মাদ্রিদকে। নাটক অবশ্য বিরতির পরেও কম হয়নি। মাঠে ফেরত আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে রিয়াল ফরোয়ার্ড রদ্রিগোর শট ফিরে আসে বাঁ দিকের পোস্টে লেগে। ঠিক পরের মিনিটেই মার্ক কাসাদোর দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়ে রাফিনিয়া এগিয়ে যান রিয়ালের বক্সের দিকে। তারপর আন্তোনিও রুডিগার ও চুয়ামেনিকে কাটিয়ে যে শটটা নেন, সেটা ঠেকানোর সাধ্য ছিল না কোর্তোয়ার, ৫-১। এমবাপ্পেকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে এগিয়ে আসেন বার্সা গোলরক্ষক সেজনি। বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করেন এমবাপ্পেকে। সরাসরি লাল কার্ড দেখান সেজনিকে। ডি-বক্সের সীমানায় ফ্রি-কিক পায় রিয়াল। রদ্রিগোর ফ্রি-কিকে, ব্যবধান কমিয়ে ৫-২ করে রিয়াল।

বায়িনদিরের বীরত্বে ১০ জনের ইউনাইটেড হারাল আর্সেনালকে

আপনজন ডেস্ক: আর্সেনাল ১ (৩): ১ (৫) ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
আলতায় বায়িনদির! ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবিশ্বাস্য জয়ের নায়কের নাম। বাড়ি তুরস্কে। ২০২৩ সালে ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার পর এ মৌসুমে লিগ কাপে তিনটি ম্যাচ খেলা ছাড়া ম্যানচেস্টারের ক্লাবটির জার্সি গাঁয়ে ওঠেনি তাঁর। সেই বায়িনদির এফএ কাপে প্রথমবার খেলতে নেমেই নায়ক হলেন ইউনাইটেডে।
নির্ধারিত সময়ে একটি ও টাইব্রেকারে আরেকটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে ১০ জনের ইউনাইটেডকে জেতালেন বায়িনদির। টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড।
এমিরেটসে রোববারের ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত ছিল ১-১ গোলে।
অতিরিক্ত সময়ে আর কোনো গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে আর্সেনালে কাই হাভার্টজের নেওয়া দ্বিতীয় শটটি বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন বায়িনদির। ইউনাইটেড টাইব্রেকারে পাঁচ শটেই গোল পেয়েছে। ইউশুয়া জির্কজি পঞ্চম শটটি জালে প্রবেশ করতেই নিশ্চিত হয়ে যায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা উঠে গেছে চতুর্থ রাউন্ডে। আর্সেনালের পঞ্চম শট নেওয়ার আর দরকার পড়েনি।
বায়িনদির নির্ধারিত সময়ে পেনাল্টি ঠেকিয়েছিলেন ৭২ মিনিটে। মার্টিন ওডেগার্ডের নেওয়া শটটিও বাঁয়ে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন। পেনাল্টি বক্সে ফাউলের শিকার হয়েছিলেন কাই হাভার্টজ।
পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতাহাতিতে জড়ায় দুই দলের কিছু খেলোয়াড়। এই পেনাল্টির ১০ মিনিট আগেই ১০ জনের দল হয়ে যায় ইউনাইটেড। মিকেল মেরিনোকে স্লাইডিং ট্যাকল করতে গিয়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মার্চিং অর্ডার পান দালোত। ১০ মিনিট আগে ব্রুনো ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড তাতে একটু খেই হারায়। দালোত বিদায় নেওয়ার পরের মিনিটেই সমতা ফেরায় আর্সেনাল। গ্যাব্রিয়েলে মার্তিনেল্লির ক্রসে ভলি করে গোল করেন আরেক গ্যাব্রিয়েল, মাগালাইস।
এরপরের গল্পটা ইউনাইটেডের প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণে মাঝেমধ্যে আর্সেনাল ডিফেন্সকে তটস্থ রাখার। আর বায়িনদিরের নায়ক হওয়ার।

দিগবেড়িয়ায় দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মধ্যমগ্রামের দিগবেড়িয়া নদীভাগ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় দুদিন ব্যাপী ১৬ দলীয় দিনরাতের এক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শনিবার থেকে। এবার ছিল এই প্রতিযোগিতার ২৫ তম বর্ষ।এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নগদ ১ লক্ষ ২১ হাজার ১০১ টাকা এবং স্বর্গীয় অজিতকুমার মৈত্র নামাঙ্কিত ট্রফি পায় ঘুনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।রানার্স নদীভাগ নিউ এম এস ফিনিশিং নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার ১০১ টাকা এবং মরহুম হাজী আব্দুল সাত্তার নামাঙ্কিত ট্রফি পায়।প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ঘুনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অসীম। প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন নদীভাগ নিউ এম এস ফিনিশিং-এর সুলতান মন্ডল।প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা নদীভাগ নিউ এম এস ফিনিশিং-এর রাকেশ এবং ফাইনালের ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয়েছেন ঘুনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুরাজ সিং।এই নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার,খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচর শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,মধ্যমগ্রাম পুরসভার পৌরপ্রধান নিমাই ঘোষ,বারাসাত পুরসভার পৌরপ্রধান অশনি মুখার্জি, সুভাষ ব্যানার্জি,প্রহ্লাদ দত্ত, বাপি মন্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা।প্রচুর মানুষ দিনরাতের দু'দিন ব্যাপী এই ফুটবল প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।ফুটবল নিয়ে জাগলারি প্রদর্শনী উপস্থিত দর্শকদের কাছে ছিল বাড়তি পাওনা।

ক্লাবে যোগ দিতে ১৪ জন দেহরক্ষী চাইলেন হামেস রদ্রিগেজ

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ান ক্লাব জুনিয়র ডি বারানকুইয়ায় যোগ দেওয়ার খুব কাছাকাছিই ছিলেন কলম্বিয়ান তারকা হামেস রদ্রিগেজ। নানা পথ ঘুরে অবশেষে তাঁর ঘরে ফেরাও মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সবকিছুই উল্টে গেছে। একাধিক সংবাদমাধ্যম বারানকুইয়ার সঙ্গে রদ্রিগেজের আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছে। জানা গেছে, এখন বারানকুইয়াতে নয়, রদ্রিগেজকে দেখা যেতে পারে মেক্সিকান ক্লাব লিওনে। শেষ পর্যন্ত এ খবর সত্যি হলে সাম্প্রতিক সময়ে মেক্সিকোতে খেলতে যাওয়া শীর্ষ তারকাদের একজন হবেন রদ্রিগেজ। এদিকে বারানকুইয়ার সঙ্গে রদ্রিগেজের চুক্তির আলোচনা সফল না হওয়া নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। জানা গেছে, কোপা আমেরিকার টুর্নামেন্ট–সেরা তারকা রদ্রিগেজ নাকি কলম্বিয়ান ক্লাবটির সামনে চোখ কপালে ওঠার মতো কিছু দাবি রেখেছিলেন। যেখানে দলে যোগ দিলে তাঁকে ১৪ জন দেহরক্ষী দেওয়ার দাবিও ছিল। জানা গেছে, কলম্বিয়ান শহর লানোগ্রান্দেতে রদ্রিগেজ ও ক্লাবটির মধ্যে লম্বা বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কিছু দাবিতে একমত হলেও কিছু দাবিতে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি দুই পক্ষ। যে কারণে চুক্তির প্রক্রিয়াও আর এগোয়নি।
কলম্বিয়ান ক্লাবটির সূত্রের বরাত দিয়ে সাংবাদিক ফাবিও পোভেদা রদ্রিগেজের দাবিগুলো প্রকাশ করেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, ১৪ জন দেহরক্ষীর পাশাপাশি কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড নাকি ক্লাবের কাছে সতীর্থ হিসেবে আরও ভালো খেলোয়াড় আনার দাবিও করেছেন। পরে বারানকুইয়ার মালিক চাদ ফুয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে রদ্রিগেজের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে কথা বলেছেন। এ সময় রদ্রিগেজের প্রতিনিধিরা আলোচনায় 'আন্তরিক' ছিলেন না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। বারানকুইয়ার মালিকের মন্তব্যের পরই মূলত পরিস্থিতি দিক বদলাতে শুরু করে। এখন মেক্সিকান ক্লাব লিওনের সঙ্গে রদ্রিগেজের চুক্তি স্রেফ সময়ের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। মেক্সিকোর এক শীর্ষ টেলিভিশন চ্যানেলও রদ্রিগেজের লিওনে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ফের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে ইডেনে

আপনজন ডেস্ক: ফের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে ইডেনে। অফলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে। আগে কাউন্টার থেকে টিকিট কাটার চল ছিল। পরে সেই প্রথায় ছেদ পড়ে। ২০১৭-১৮ সালের দিক থেকে অনলাইনে ৫০ শতাংশ টিকিট বিক্রি হত। আইপিএলের দৌলতে হু হু করে ইডেনে ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বেরিয়ে যেত। এ ছাড়া বাকি ৫০ শতাংশ টিকিট অফলাইনে বিক্রি হত। কিন্তু করোনাকালে কড়াকড়ি বাড়ে। পুরো টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা অনলাইন প্রক্রিয়ায় চলে যায়। এ বার ময়দানে ফিরছে সেই পুরনো বটতলার ছবি। ভারত-ইংল্যান্ড টি-২০ ম্যাচের টিকিট কাউন্টার থেকে পাওয়া যাবে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ইডেনের ৪ নং গেটে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড টি-২০ ম্যাচের টিকিট বিক্রি। এই ম্যাচের টিকিটের দাম ধার্য করা হয়েছে ৮০০ টাকা, ১৩০০ টাকা, ২০০০ টাকা ও ২৫০০ টাকা। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি অ্যানুয়াল আর লাইফ মেম্বারদের টিকিট দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে আগামিকাল থেকে অনলাইনেও টিকিট বিক্রি শুরু হবে। উল্লেখ্য, সিএবি আগেই সংস্থাগুলোকে জানিয়েছিল, ৮ তারিখের মধ্যে কত সংখ্যক প্রাইস টিকিট কিনবে তা জানাতে। প্রথম ডিভিশন ক্লাবগুলোর জন্য ২৫০ করে টিকিট এবং দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবগুলোর জন্য ১৯০ করে টিকিট বরাদ্দ ছিল। বাকি আরও সংস্থার জন্য টিকিট কেনার অপশন বরাদ্দ ছিল। তবে ক্লাব বা সংস্থাগুলোর মধ্যে এবার টিকিটের চাহিদা সেভাবে দেখা যায়নি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**